জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

বর্ষ - ২২, সংখ্যা ৭৯ • ২০ অগাস্ট, ২০২৬ • ২ ভাদ্র ১৪৩৩ • বৃহস্পতিবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 22, Issue - 79 • JAGO BANGLA • THURSDAY • 20 AUGUST, 2026 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ভুল প্রশ্ন

ইউপিএসসি প্রিলিমিনারিতে ৮টি প্রশ্ন ভুল! কিছু প্রশ্ন সিলেবাস-বহির্ভূত ছিল বলেও অভিযোগ। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগের ভিত্তিতে সংস্থাকে অফিসিয়াল নোটিশ পাঠিয়ে জবাব তলব করেছে ক্যাট-এর নয়াদিল্লি বেঞ্চ

দুর্বল নিম্নচাপ

দুর্বল হয়ে সরছে নিম্নচাপ। বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। দক্ষিণবঙ্গে শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম হলেও রবিবার থেকে ফের বৃষ্টি বাড়বে

বিহারে মিড-ডে মিলে নুনের বদলে ডিটারজেন্ট! অসুস্থ ৪০ স্কুল-পড়ুয়া

ব্লাড ব্যাঙ্ক মামলায় রিপোর্ট জমার নির্দেশ

নেতা-কর্মীদের উপর পুলিশি নির্যাতন ■ মানবাধিকার কমিশনে তৃণমূল

ডিজি ও সিপিকে কড়া নির্দেশ চেয়ারম্যানের

প্রতিবেদন: রাজ্যে পালাবদলের পর বেছে বেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ওপর পুলিশি নির্যাতন চলছে, ভয় দেখানো হচ্ছে। তৃণমূলের তরফে এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। সেই সঙ্গে কমিশনের তরফে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার দুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের চার সদস্যের প্রতিনিধি দলের বক্তব্য শোনার পর থানা ধরে ধরে প্রতিটি ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন কমিশনের চেয়ারম্যান তথা মেঘালয় হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনে তৃণমূলের ৪ প্রতিনিধি।

এই অভিযোগগুলি নিয়ে ফের শুনানির দিন নির্ধারিত হয়েছে। তার আগে এদিন তৃণমূলের তোলা অভিযোগ নিরসনে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য পুলিশের ডিজি, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশও দেন কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আই পি মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে রাজ্য বিজেপির প্রধানকেও কিছু নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এর আগে বুধবার দুপুরে বিধাননগরের পূর্তভবনে কমিশনের দফতরে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের চার সদস্যের প্রতিনিধিদল। দলে ছিলেন বিধায়ক কুণাল ঘোষ, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, শুভাশিস চক্রবর্তী ও রত্না শূর। (এরপর ৬ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কর্ম

কাল ছিলাম কত ব্যস্ততায়,
আজ নেই কোনও কাজ,
দিনগুলো যাচ্ছে কত তাড়াতাড়ি
নেই মিল কাল ও আজ।
মানুষের মাঝে, মানুষের কাজে
সময় হার মেনে যায়—
কর্মকাণ্ডের গভীর শিকড়ে
কাজ শুধু জেগে রয়।
রাতটা কেমন যায় পেরিয়ে
অপেক্ষা করে না সময়,
নৈশরাতগুলো ডুমুরের ফুল
অচিরেই ঘুমিয়ে যায়।
হৃদয়ের ঘড়িতে সময়ের কাঁটা
হৃদয়কে জাগিয়ে দেয়,
কোনও অ্যালার্মের দরকার হয় না
মনঘড়ি সময় দেখায়।
নিদ্রা ভাঙে, হৃদয় জাগায়
কর্ম প্রাণের সকালে,
দিনভর শুধু কাজ চলে যায়
দিন ও রাতের অকূলে।।

প্রয়াত ড. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এলেন তৃণমূলের দুই বর্ষীয়ান নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সৌগত রায়।

নেত্রীর নির্দেশে আশিসের পরিবারের পাশে তৃণমূল

প্রতিবেদন : নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বুধবার রামপুরহাটে প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াল তৃণমূল কংগ্রেস। বিকেলে রামপুরহাটের বাড়িতে পৌঁছন বর্ষীয়ান দুই নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও সৌগত রায়। ছিলেন প্রয়াত নেতার পুত্র, স্ত্রী সহ পরিবারের সব সদস্য। প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার যে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি পরিবার। ঘটনা তাঁদের কুরে কুরে খাচ্ছে। প্রয়াত নেতার ভাই, পুত্র বললেন, বিজেপির প্রকাশ্য অপমানগুলো উনি নিতে পারেননি। তার সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের লাগাতার মিথ্যা প্রচারে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন। বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, যাই ঘটুক, তৃণমূল পাশে রয়েছে। ঘুণাক্ষরেও যেন কোনওরকম নেতিবাচক মনোভাব মনের মধ্যে প্রবেশ না করে। সাংসদ সৌগত রায় বলেন, যখনই দরকার পড়বে, ডাকবেন। চলে আসব। দুই নেতা বলেন, বিজেপি আর তার দোসররা টার্গেট করে এই অসভ্যতা আর অন্যায় কাজ করছে। শক্ত মন নিয়ে মোকাবিলা করতে হবে। পরিবারকে একজোট হয়ে থাকতে হবে। যাদের জন্য এই ঘটনা ঘটেছে তাদের একজনকেও মানুষ ক্ষমা করবেন না। প্রয়াত নেতার স্ত্রী জানতে চান, দিদি কবে আসবেন? শোভনদেব জানান, নেত্রীকে গিয়ে তাঁরা সব কথা জানাবেন। তিনিও দ্রুত আসবেন।

কলকাতার হোটেলে ভয়াবহ আগুনে হত ৯

প্রতিবেদন : তারাপীঠের হোটেলের পর এবার খাস কলকাতার বুকে ঘটে গেল বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। শিশু-সহ ৯ আবাসিকের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটল। এক্ষেত্রেও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল বিদেশি নাগরিকদের। মঙ্গলবার রাত পৌনে ২টো নাগাদ কলকাতার নিউ মার্কেট থানা এলাকার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের (মির্জা গালিব স্ট্রিট) হোটেলে আগুন লাগে। 'শিখা ইন' হোটেলের এই অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন ৬ জন। মৃতদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং এক শিশু। আগুন লাগার সময়ে হোটেলের আবাসিকেরা সকলেই ঘুমিয়েছিলেন। যার ফলে দমবন্ধ হয়ে এবং দগ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। এতগুলো মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোকাহত তৃণমূল কংগ্রেস। অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত, অপূরণীয় ক্ষতি পরিবারগুলির। তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, এই অগ্নিকাণ্ডে যারা দায়ী তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। এটা কোনও রাজনীতি করার বিষয় নয়, শুধু দোষীদের শাস্তি কাম্য। যদি সেখানে কোনও অনিয়ম থাকে বা নজরদারিতে ত্রুটি থাকে সেটা দেখা উচিত। সেইসঙ্গে তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিপর্যয় মোকাবিলায় একটা কমিটি তৈরি হয়েছিল, সেই কমিটি এখন কোথায়? কমিটির সদস্য যাঁরা ছিলেন, সেই ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ খানদেরই তো জবাব দিতে হবে।

হোটেল থেকে ৬৫ জনেরও বেশি আবাসিককে উদ্ধার করা হয়েছে। ওই হোটেলের থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে দমকলের সদর দফতর। (এরপর ৬ পাতায়)

অগ্নিকাণ্ডে আত্মীয়ের মৃত্যুর খবরে হাসপাতালে স্বজনহারার কান্না।

হোটেলের সামনে আতঙ্কের ভিড়। বুধবার সকালে।

আইনশৃঙ্খলা বিপাকে, সেনা ডাকায় প্রমাণিত

প্রতিবেদন : **প্রশাসনিক অপদার্থতা এবং চরম ব্যর্থতার এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল রাজ্যের বর্তমান সরকার। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর আইনশৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে এবং রাজ্য পুলিশে শূন্যপদের সস্তা অজুহাত খাড়া করে রাজ্যে আরও ৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ডেকে আনল নবান্ন। বিধানসভা ভোটের পর থেকে এমনিতেই রাজ্যের বুকে ৫০ কোম্পানি আধা-সেনা মোতায়েন রেখে ভয়ের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছিল।** (এরপর ৬ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তারিখ অভিধান

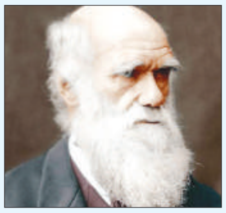

১৮৫৮
চার্লস ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব এদিন প্রথম মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। এখানেই প্রথম নির্বাচনবাদের মূল কথা ব্যক্ত হয়। ১৮৩১-এ উদ্ভিদ ও প্রাণীদের বিষয়ে গবেষণার জন্য পাঁচ বছর বিশ্বের নানা জায়গায় ঘুরেছিলেন। সেই পর্যবেক্ষণের নির্যাস ধরা পড়ে এদিন প্রকাশিত 'অরিজিন অফ স্পিসিস' শীর্ষক রচনায়।

১৯৪০ লিও ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০) এদিন মেক্সিকোতে আততায়ীর প্রাণঘাতী আক্রমণের মুখে পড়েন। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদেশমন্ত্রী ছিলেন এক বছর (১৯১৭-১৯১৮)। পট বদলায় লেনিনের মৃত্যুর পর। ক্ষমতায় এসে স্তালিন তাঁকে দল ও সরকারের সব পদ থেকে সরিয়ে দেন। ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসিত হন। বিদেশে গিয়ে আরও খোলাখুলিভাবে স্তালিন-বিরোধিতায় নামেন। একাধিকবার হামলা হয় তাঁর ওপর। এদিন হামলার পর দেহরক্ষীরা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে পরদিন (২১ অগাস্ট) এই মার্কসবাদী নেতার জীবনাবসান হয়।

১৮২৮
রাজা রামমোহন রায় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এদিন কলকাতায় ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী-কালে এর নাম হয় ব্রাহ্মসমাজ। এর মূল লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজের সংস্কার, একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠা, পৌত্তলিকতার অবসান, সর্বধর্মের সমন্বয়সাধন, মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ব্রাহ্মসমাজ।

১৯৮৬
গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (১৯২৫-১৯৮৬) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বাংলা আধুনিক ও চলচ্চিত্র সঙ্গীতের বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে বাংলা ছায়াছবি ও আধুনিক গানের জগৎকে যাঁরা প্রেমাবেগ-উষ্ণ রেখেছিলেন তিনি তাঁদের একজন। গীতরচনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য শব্দচয়নে। মান্না দে-র গাওয়া 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' তাঁরই লেখা।

১৯৪৪
রাজীব গান্ধী (১৯৪৪-১৯৯১) এদিন বোম্বেতে (অধুনা মুম্বইয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। মা ইন্দিরা গান্ধী এবং দাদু জওহরলাল নেহরু ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাজীব তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর ভারতের ষষ্ঠ ও তরুণতম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪০ বছর। ১৯৮৯-এর লোকসভা নির্বাচনে হেরে যান। ১৯৯১-তে লোকসভা নির্বাচনে প্রচার করার সময় এলটিটিই জঙ্গিদের আত্মঘাতী হামলায় মৃত্যুবরণ করেন। রাজীবের জন্মদিবসটি সদ্ভাবনা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

১৮৯৬
গোষ্ঠ পাল (১৮৯৬-১৯৭৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। কিংবদন্তি ফুটবলার। রক্ষণে খেলতেন। দৈনিক ইংলিশম্যান পত্রিকা তাঁকে 'চিনের প্রাচীর' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। ১৯১৩-তে মোহনবাগানের হয়ে তিনি প্রথম খেলেন। এরপর ২৩ বছর ধরে মোহনবাগানেই খেলেছিলেন। ১৯২১ থেকে টানা ৫ বছর তিনিই ছিলেন মোহনবাগানের ক্যাপ্টেন। ১৯২৪-এ তিনি ভারতীয় জাতীয় দলের অধিনায়ক হন।

১৯২৪ এরিক হেনরি লিডেল (১৯০২-১৯৪৫) এদিন রবিবার ছিল বলে প্যারিস অলিম্পিকের ১০০ মিটার দৌড়ে অংশ নিতে অস্বীকার করেন। খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী গোঁড়া খ্রিস্টান রবিবার পূর্ণ বিশ্রাম নেন। এই প্যারিস অলিম্পিকেই স্কটল্যান্ডের এই অ্যাথলিট ৪০০ মিটার দৌড়ে সোনা জেতেন, ব্রোঞ্জ পান ২০০ মিটার দৌড়ে। এই দুটি ইভেন্ট সপ্তাহের কাজের দিনগুলোতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে চিনে খ্রিস্টান মিশনারি হিসেবে বাকি জীবন কাটান।

১৯৬৮
সেনেগাল মালি প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিন পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। লিওপোল্ড সেডার সেনঘর স্বাধীন সেনেগালের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। তিনি নিজে সে-দেশের জাতীয় সঙ্গীতও রচনা করেন।

ঝুঁকির পারাপার

বর্ষা এলেই রাস্তা যেন হারিয়ে যায় জল-কাদায়। এক হাঁটু জল, পিচ্ছিল কাদা আর ভাঙাচোরা পথ পেরিয়েই প্রতিদিন যাতায়াত করতে হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জালাবেড়িয়া ১ নম্বর অঞ্চলের পাখিরালা এলাকার শতাধিক পরিবারকে। সুন্দরবন লাগোয়া এই গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সমস্যায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এবার অভিনব প্রতিবাদের পথ বেছে নিলেন। জল-কাদায় ডুবে থাকা রাস্তার উপরেই ধানের চারা রোপণ করে নিজেদের ক্ষোভের কথা জানালেন তাঁরা।

তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৭৯৯

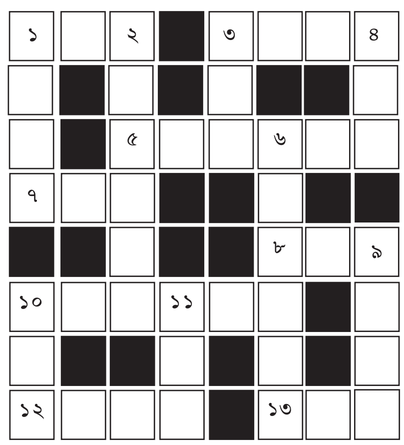

পাশাপাশি : ১. বিচ্ছেদ ৩. প্রথম করণীয় কাজ, আদ্যশ্রাদ্ধ ৫. নড়াচড়া ৭. সমক্ষে, সম্মুখে ৮. রণ ১০. যুদ্ধ প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে জয়লাভের জন্য অভিযান ১২. পত্নী, স্ত্রী ১৩. ভালো ধারণা।

উপর-নিচ : ১. দ্বেষহীনতা ২. শিরচ্ছেদ করা ৩. ইতিহাস ৪. বর্জন, পরিহার ৬. চপলদৃষ্টিবিশিষ্ট ৯. এই রকমের ১০. গাছের ডাল, শাখা ১১.আমার — বাহিরে অন্তরে অন্তরে।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৭৯৮ : পাশাপাশি : ১. পরিচিত ৩. মণ্ডল ৫. আস্ত ৬. রমণ ৮. হিবা ১০. বহুত্র ১১. উত্তর ১৩. তাও ১৫. ক্ষিতীশ ১৮. সাতা ১৯. নির্ণয় ২০. ভ্রমমাণ। **উপর-নিচ :** ১. পরিত্রাহি ২. চিত্তির ৩. মস্ত ৪. লগ্ন ৫. আণব ৭. মিত্রতা ৯. বাউল ১২. রক্ষিতা ১৪. ওজোগুণ ১৬. শরম ১৭. ছানি ১৮. সায়ন।

১৯ অগাস্ট কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৩৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৫৪৩৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৪৬৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২২৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২২৯৮০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি)

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৫.৯৪	৯৬.৮৩
ইউরো	১১১.৮৩	১১২.৫০
পাউন্ড	১৩০.৬৯	১৩১.৩৭

নজরকাড়া ইনস্টা

অন্তরা মিত্র

সোনাক্ষী সিনহা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও আকবর-ই-মশরিক প্রাইভেট লিমিটেড, ১০/৩, তালবাগান লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৭ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা-৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed at AKHBAR-E-MASHRIQ PVT. LTD., 10/3, Talbagan Lane, Kolkata-700 017
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No.15 dt. 19/7/21
City Office : 234/3A, A.J.C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

20 August, 2026 • Thursday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

রাতের অন্ধকারে মদ্যপ অবস্থায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। গভীর রাতে হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য। গাইঘাটার ঠাকুরনগর বাবুর মোড়ের ঘটনা। ঘটনায় আটক দু'জন

প্রয়াত আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রামপুরহাটের বাড়িতে পরিবারের পাশে সাংসদ সৌগত রায় ও বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বুধবার।

সরকার ১০০ দিনের উৎসব করলে দায় নিতে হবে আগুনেরও

প্রতিবেদন : তারাপীঠের পর আবার কলকাতার বুকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা! প্রশাসনের ব্যর্থতা থেকে পিঠ বাঁচাতে নানারকম রাজনীতি করছে বিজেপি সরকার। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এর জবাব দিলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। কলকাতার নিউ মার্কেটের হোটেলে আগুন প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, এতগুলো মানুষের মৃত্যু হল এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস গভীর শোকাহত। অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত, অপূরণীয় ক্ষতি পরিবারগুলির। যারা এর জন্য দায়ী তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। এটা কোনও রাজনীতি করার বিষয় নয়, শুধু দোষীদের শাস্তি কাম্য। যদি সেখানে কোনও অনিয়ম থাকে বা নজরদারিতে ত্রুটি থাকে এটা দেখা উচিত। এখানেই কুণাল ঘোষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, প্রত্যেকবার একটা করে ঘটনা ঘটছে তখন কিছু সময় এটা নিয়ে নাড়াচাড়া হয়। এর আগেও তো একটা কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেটা যে-সময়ই হোক না কেন প্রশ্ন হচ্ছে সেই কমিটির সদস্যরা কী করলেন? তাঁদের রিপোর্ট কী হল? কমিটির সদস্য যাঁরা ছিলেন বলে শোনা যাচ্ছে তাঁরা হলেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, জাভেদ আহমেদ খান। এঁরা কেউ প্রাক্তন মেয়র, প্রাক্তন পুরমন্ত্রী, কেউ আবাসন মন্ত্রী, কেউ আবার বিপর্যয় মোকাবিলার— তা হলে এঁদের তো এখন ব্যাখ্যা দিতে হবে! এটা নিশ্চিতভাবেই একটা দুর্ঘটনা। তারাপীঠেও দেখা গিয়েছে আগুন লাগাল কিন্তু মানুষগুলিকে একটু সতর্ক করে তুলে আনা গেল না? কলকাতাতেও একটি বাচ্চা-সহ ৯ জন মারা গেল। এত ঘন-ঘন ১৮ জনের মৃত্যু হল কলকাতা ও তারাপীঠ মিলিয়ে। বিজেপির সরকারের দিকে তোপ দেগে বিধায়ক প্রশ্ন তুলে দেন, ১০০ দিনের সরকার ১০০ দিনের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে খতিয়ান দিচ্ছেন কাজের তাহলে তারা এই দায় নেবে না কেন? রং বদলে নাম বদলে সব কৃতিত্ব নিতে ব্যস্ত বলেও বেইমানদের নাম না করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক বলেন, এখন তো থ্রি টায়ার পুরবোর্ড নেই। প্রশাসক বসিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। থ্রি টায়ারের ব্যাখ্যা দিয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, রাজ্য-কেন্দ্র বিজেপির আবার কলকাতা পুরসভার পুরবোর্ডও বিজেপির নিয়ন্ত্রণে। যাঁরা ভালো তৃণমূল তাঁরা এখন বিজেপির কোলে দোল খাচ্ছে। তা হলে নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিন বলেও কটাক্ষ করেছেন বিধায়ক। এরপর ফের কমিটির কাজগুলি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কি না কেউ দেখছে না বলেও সরব হন তিনি।

বার কাউন্সিল নির্বাচনে তৃণমূলের জয়জয়কার

প্রতিবেদন : বার কাউন্সিল নির্বাচনে বিপুল জয় ছিনিয়ে নিল তৃণমূল কংগ্রেস। পালাবদলের পর নির্বাচনী ফলাফলে বিপর্যস্ত বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ বার কাউন্সিল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হতেই দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। বিজেপির মতো ধাক্কা খেয়েছে কংগ্রেস এবং সিপিএমও। আইনজীবীদের সর্বোচ্চ সংস্থার ভোটে ছাপ রাখতে ব্যর্থ বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস। রাজ্য বার কাউন্সিলের ২৩টি আসনের নির্বাচনে ১৫টিই জিতে নিয়েছে তৃণমূল। জয়ীদের মধ্যে চারজন মহিলা ও ১১ জন পুরুষ প্রতিনিধি রয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদধন্য তৃণমূল আইনজীবী সেলের প্রার্থী শুভাশিস চক্রবর্তী সর্বাধিক ভোটে জয়ী হয়েছেন। এছাড়াও বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়, অশোক দেব, আনসার মণ্ডল, ইন্দ্রনীল বসু, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, প্রসূনকান্তি দাস, অরুণকুমার সরকার, অনিন্দ্যকিশোর রাউত, সোনাল সিনহা, শ্যামল ঘটক, গৌতম দাস, সোমা ধর, সুলতা সরকার, মল্লিকা চট্টোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েট তৃণমূল প্রার্থীরা জিতেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস আইনজীবী সেলের সদস্য সঞ্জয় বর্ধন জানান, এই জয় প্রমাণ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই আস্থা, তাঁর নীতিকেই সমর্থন আইনজীবী মহলের। শীঘ্রই তৃণমূল নতুন বোর্ড গঠন করবে। এই ঐতিহাসিক জয় আগামী দিনে রাজ্যের আইনি ব্যবস্থার উন্নতিতে আরও বেশি শক্তি জোগাবে। আইনজীবীদের দলে টানতে মিথ্যা প্রচার ও বুজরুকি করেও শেষরক্ষা হল না বিজেপির। সমর্থন যে বিজেপির প্রতি নেই, আইনজীবীদের এই রায় ফের একবার প্রমাণ করে দিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের আইনি নীতি এবং উন্নয়নের ওপর রাজ্যের আইনজীবী সমাজ গভীর আস্থা রেখেছে। জুনিয়র উকিলদের স্টাইপেন্ড দেওয়া এবং প্রবীণ আইনজীবীদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষায় জোর দিয়েছে পূর্বতন সরকার। রাজ্যের আদালতগুলির আধুনিকীকরণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে তৃণমূল সরকারের বড় ভূমিকা ছিল।

জয়ী ১৫

- শুভাশিস চক্রবর্তী
- বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়
- অশোক দেব
- আনসার মণ্ডল
- ইন্দ্রনীল বসু
- সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়
- প্রসূনকান্তি দাস
- অরুণকুমার সরকার
- অনিন্দ্যকিশোর রাউত
- সোনাল সিনহা
- শ্যামল ঘটক
- গৌতম দাস
- সোমা ধর
- সুলতা সরকার
- মল্লিকা চট্টোপাধ্যায়

স্পিকারকে অভিযোগ

প্রতিবেদন : কলকাতা

বিমানবন্দরের বাইরে হামলার ঘটনায় বিজেপির দুই বিধায়ক অরিজিৎ বক্সি এবং সৌরভ শিকদারের বিরুদ্ধে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার দ্বারস্থ সৌগত রায়। মঙ্গলবার, বিমানবন্দরে একটি সরকারি বৈঠকে যোগ দিতে গেলে তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখান কয়েকজন। স্লোগান, সাউটিং থেকে শুরু করে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি গাড়িতেও আক্রমণ করা হয়।

এই ঘটনায় স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়ে অভিযোগ জানান তৃণমূলের বর্ষীয়ান সাংসদ। মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দরের ডাইরেক্টরের অফিসে একটি বৈঠকে যোগ দিতে গিয়েছিলেন অ্যাডভাইজরি কমিটির সভাপতি সৌগত রায়। সেখানে তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। হেনস্থার জন্য সরাসরি বিজেপিকে দায়ী করেন তৃণমূল সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা সকলেই বিজেপির কর্মী-সমর্থক।

শিক্ষারত্ন হল বিদ্যাসাগর সম্মান

কাজের চেয়ে নাম বদলেই বেশি নজর রাজ্য সরকারের

প্রতিবেদন : ক্ষমতায় আসার পর থেকে সার্বিক উন্নয়ন ও শিক্ষা পরিকাঠামোর হাল ফেরানোর চেয়ে নাম পরিবর্তনের রাজনীতিতেই বেশি নজর রাজ্যের বিজেপি সরকারের। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে চালু হওয়া মর্যাদাপূর্ণ 'শিক্ষারত্ন' সম্মানের নাম বদলে 'বিদ্যাসাগর শিক্ষক সম্মান' করার সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন কলকাতার পাশাপাশি জেলা স্তরেও সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষকদের এই নতুন নামাঙ্কিত সম্মান প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তবে শিক্ষকদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ), নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও শূন্যপদ পূরণের মতো জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে আড়ালে রেখে স্রেফ প্রকল্পের নাম বদল করে কৃতিত্ব নেওয়ার এই মরিয়া প্রয়াসকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি আসলে পূর্বতন তৃণমূল সরকারের সমস্ত জনমুখী ও ঐতিহ্যবাহী পদক্ষেপের স্মৃতি মুছে ফেলে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আর এক নির্লজ্জ কৌশল মাত্র। স্কুলের বেহাল দশা, পরিকাঠামোগত ঘাটতি ও শিক্ষক সংকটের বাস্তব চিত্র বদলানোর কোনো সুনির্দিষ্ট দিশা না দেখিয়ে শুধুমাত্র পুরস্কারের খোলস বদলে চমক সৃষ্টির চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

প্রতিহিংসা : টার্গেট হচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরাই

প্রতিবেদন : প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে বিজেপি। নিজেদের দুরভিসন্ধি কায়েম করতে বেছে বেছে টার্গেট করা হচ্ছে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার নোংরা খেলায় মেতে উঠেছে বিজেপি। প্রতিহিংসার রাজনীতিতে নেমেছে বিজেপি। মহুয়া মৈত্রের মতো একজন তেজস্বী বক্তা, যিনি দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে বারবার মোদি সরকারের কর্পোরেট তোষণ ও ব্যর্থতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন, তাঁকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করাই এই ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য। মহুয়া মৈত্রর মতো লড়াকু নেত্রীকে এই ভাবে দমানো যাবে না। তৃণমূলের সাফ কথা, এভাবে কণ্ঠরোধ করা যাবে না। তৃণমূলের সৈনিকদের বিরুদ্ধে যতই চক্রান্ত করা হোক সেই রাজনৈতিক অভিসন্ধি সফল হবে না।

অন্নপূর্ণার টাকার টোপ দিয়ে জালিয়াতি

সংবাদদাতা, হাওড়া : একে তো প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করতে ব্যর্থ বর্তমান সরকার। সমস্ত মাপকাঠি পূরণ করা সত্ত্বেও টাকা ঢুকছে না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা। এরপর আবার মরার উপর খাড়ার ঘা। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে মহিলাদের কাছ থেকে টাকা হাতানোর অভিযোগ। এক যুবককে গ্রেফতার করল উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে। পুলিশ জানায়, ধৃত যুবকের নাম গুঞ্জন মণ্ডল। বাড়ি উলুবেড়িয়া থানার ধুলাসিমলায়। জানা গেছে, অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকায় নিজেদের নাম আছে কিনা দেখতে প্রায় প্রতিদিনই উলুবেড়িয়া মহকুমাশাসকের দফতরে মহিলারা ভিড় করছেন। অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে ওই অভিযুক্ত মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে এসে তালিকায় নাম আছে কিনা দেখে দেওয়ার পাশাপাশি নাম তুলে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া শুরু করে। সেইমতো বুধবার বেলায় এক মহিলার কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন অন্য মহিলারা। পরে পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্ত যুবক নিজের দোষ স্বীকার করে নিলেও তার দাবি বাবার শারীরিক অসুস্থতার কারণে সে এই কাজ করছিল। ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

সম্পাদকীয়
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
20 August, 2026 • Thursday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পিঠ বাঁচাতে

তারাপীঠের পর কলকাতার মির্জা গালিব স্ট্রিট। তারাপীঠে আগুনে মৃত্যু হয় ৯ জনের। কলকাতার হোটেলেও মৃতের সংখ্যা একই। এই সরকার ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নানা প্রকল্পের ঘোষণা করে, কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা দেওয়ার কাজটা কার্যত শূন্যয় এসে ঠেকেছে। পিঠ বাঁচাতে রাজনীতি শুরু করেছে বিজেপি। কিন্তু এই অনভিপ্রেত, অবাঞ্ছিত ঘটনায় যারা দোষী তাদের কঠোর শাস্তির দরকার। প্রত্যেকবার একটি করে ঘটনা ঘটছে আর সরকার তা নাড়াচাড়া করে বলছে, অতীতের কথা। সেটাই যদি বলতে হয় তাহলে, যারা একটা সময় মেয়র ছিলেন, বিপর্যয় মোকাবিলার দায়িত্বে ছিলেন কিংবা পুরমন্ত্রী ছিলেন, তাঁদের কাছে জবাব দাবি করুক বিজেপি। তার কারণ, এঁরা প্রত্যেকেই এখন বিজেপির দোসর। কয়েকদিনের ব্যবধানে দুটি ঘটনায় ১৮ জনের মৃত্যু হল। অথচ রাজ্য সরকারকে দেখে মনেই হচ্ছে না কোনও কিছু ঘটেছে। পুরমন্ত্রী যাচ্ছেন শুধু মিডিয়ার সামনে বাইট দেওয়ার জন্য। যিনি কলেজ স্ট্রিটকে লন্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিট বানাতে চান, তিনি কী করে বুঝবেন কলকাতার এই আগুনে পরিস্থিতির কথা। ১০০ দিন বয়স হওয়ার পর ঘটা করে উৎসব করেছে সরকার। ভাল! তাহলে তারাপীঠ ও নিউমার্কেটের ঘটনার দায়ও সরকারকে নিতে হবে। এখন তো থ্রি-টায়ার পরিস্থিতি। কেন্দ্রে, রাজ্যে বিজেপি। প্রশাসক বসিয়ে পুরসভাও চালাচ্ছে বিজেপি। মানুষ বুঝতে পারছেন এই ১০০ দিনের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ক্রোধ-ঘৃণার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আর সঙ্গে যে বালিশদের নিয়েছেন তাঁরাও তাঁদের রাজনৈতিক সমাধির জন্য তৈরি থাকুন। পালিয়ে পিঠ বাঁচানো বেশিদিন যাবে না।

বিজেপির ১০০ দিন ভাঁওতাবাজদের চিনে নিন

বাংলার ভোটাররা! আপনারা কি বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন? যদি দিয়েও থাকেন, তবে বুকে হাত দিয়ে বলুন তো ২৯ এপ্রিল যে আবেগে ভেসেছিলেন তা শ্রাবণ পেরিয়ে কি একটুও টোল খায়নি? ভোটের আগে ভাবতে পেরেছিলেন ভরা শ্রাবণে শিবভক্ত মোদির সঙ্গে বসে মিটিং করছেন সায়নী ঘোষ? সংসদে বিল পাশের তাগিদ হার মেনেছে ধর্মের ভয়ংকর অবমূল্যায়নের সামনে। ভেবেছিলেন কখনও? কিংবা জুন মালিয়া? ভোট দিয়েছিলেন তাঁকে বিজেপির বিরোধিতা করার জন্য। আর তিনি এখন শুধু বিজেপির রাজদরবারেই সম্মান পাননি, বিদগ্ধ রাজ্য সভাপতি শমীকবাবুর সঙ্গে সংসদ চত্বরে হাত ধরে ভাব বিনিময় করেছেন নিখাদ আহ্লাদে। এমন দৃশ্য ভাইরাল! স্বয়ং বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে স্বীকার করতে হচ্ছে, বিধায়ক হয়েই ফিতে হাতে ফ্ল্যাট মাপতে ছুটছেন দলের কেষ্টবিষ্টু থেকে নির্বাচিত বিধায়করা। সতর্ক করেও ফল মিলছে না। তিনজন ইস্তফা দিয়ে অতি সহজে বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য হয়েছেন। আর যাঁরা বিজেপির হয়ে খেটেছিলেন, তাঁরা গভীর হতাশায় আঙুল চুষছেন। তাঁদের ভাগ্যের শিকে ছেঁড়ার আশু কোনো সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না। তাঁরা বুঝতেই পারছেন তাঁদের ভবিষ্যৎ কেমন হতে চলেছে!একশো দিনে একটা সরকারকে সম্যক বিচার করা সম্ভব নয়। করা উচিতও নয়। কিন্তু বদলের একটা আভাস তো মিলবে! কিন্তু কোথায় কী! শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, নিরাপত্তা এবং গুন্ডাদমনের ক্ষেত্রে কি নতুন কোনও কিছু খালি চোখে দেখা গিয়েছে এই সাড়ে তিন মাসে? উল্টে এখনই বেশ মালুম হচ্ছে, কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার জনদরদি বলে মান্যতা লাভ করেছিল!

— **সুব্রত চট্টরাজ , সিউড়ি, বীরভূম**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

কেন তিনি বিজেপির পছন্দের নন!

- আজ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন।
- আজকের দিন ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষকে স্মরণ করার দিন।
- এই মহান ব্যক্তিত্বকে ব্রিটিশের দালাল বলেছে বিজেপি।
- এত রাগ কেন?
- কেন বিদ্বেষ রামমোহনের প্রতি?

উত্তর খুঁজছেন তানিয়া রায়

রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) ছিলেন সে সময়ের এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর যুক্তিশাণিত লেখা পড়ে ভারতের চিন্তাশীল মানুষ তো বটেই এমনকি ইউরোপের বিদ্বজ্জনেরা বিস্মিত হতেন। শেলি, কোলরিজের মতো কবিরা তাঁর চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। সমাজ প্রগতির ধারা নিয়ে রবার্ট আওনের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কথা প্রসঙ্গে তিনি ভারতের শ্রমজীবী মানুষের যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করেন। কীভাবে ভারত অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হচ্ছে, তথ্য প্রমাণ-সহ তুলে ধরেন তাও। ফ্রান্সের জুলাই (১৮৩০) বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিষ্ঠাকে উচ্ছ্বসিত স্বাগত জানিয়েছেন। এই বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন লুই ফিলিপ তাঁকে দেখার জন্য ডিনারে আমন্ত্রণ করেন, সংবর্ধনা দেন।

সে একটা আলোড়ন ফেলা সময়।

তখন কেউ তাঁর নামে সন্তানের নামকরণ করছেন। কেউ আবার তাঁর সাথে একটি বার দেখা করার জন্য সারা রাত অপেক্ষা করছেন।

কিন্তু প্রতিভার ব্যাপ্তি আন্তর্জাতিক হলেও তাঁর পা ছিল সব সময় ভারতের মাটিতেই, কর্মক্ষেত্র ছিল সুনির্দিষ্ট।

অর্থাৎ কন্টেন্ট ছিল দেশীয় কিন্তু ফর্মটা ছিল তখনকার অর্থে আন্তর্জাতিক।

এজন্যই ১৮৩২ সালে একটা চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 'The Struggles are not merely between reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world, between justice and injustice and between right and wrong' এই মন নিয়েই রামমোহন রায় ভারতের সমাজকে অন্ধকারমুক্ত করতে প্রাণ হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন। ভারতীয় নবজাগরণ আন্দোলনের মহান এবং ঐতিহাসিক সূচনা হয় তাঁর মাধ্যমেই।

যেসব ধর্মগ্রন্থের দোহাই দিয়ে ধর্মগুরুরা সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উপর চলা শাসন শোষণের সমর্থন করে সে-সমস্ত-সহ তৎকালীন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের বইপত্র রামমোহন পড়েছিলেন। পড়ে আত্মস্থ করার জন্য আরবি, ফার্সি, উর্দু, গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, ইংরেজি ইত্যাদি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন মাতৃভাষার মতোই। প্রয়োজনের নিরিখে আরবিতে লিখেছেন 'নানা ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা' (মানাজারাতুল আদিয়ান)। তার পর ১৮০৪ সালে ফার্সিতে লিখলেন, 'একেশ্বর-বিশ্বাসীদিগকে উপহার' (তুহফৎ-উল-মুওয়াহিদ্দিন)।

এই বইটির ছত্রে ছত্রে যা আছে সেগুলো বলে দেয় কেন রামমোহন ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ, 'ভারতপথিক', ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ বা আধুনিক ভারতের জনক। প্রায় দুশো কুড়ি বছর আগে এ দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে রামমোহন এই বইতে লিখেছেন, 'মানুষ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেড়ে উঠে তারই অনুকরণে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের বিধানগুলিকেই চিরন্তন সত্য বলে বিশ্বাস করে। ...কার্য ও কারণের ক্রমপরম্পরায় অনুসন্ধানে অভ্যস্ত না থাকাতে তারা কোনও

বিশেষ নদীতে স্নান করা কিংবা কোনও গাছ বা পাথর পূজা জপ-তপ এবং পুরুতদের কাছ থেকে অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত মার্জনাদি কাঞ্চনমূল্যে কিনে নেওয়াকে (বিভিন্ন ধর্মের বিশেষত্ব অনুসারে) সারা জীবনের পাপক্ষালনের ও মুক্তির উপায় বলে বিশ্বাস করে। ... এই কাল্পনিক বস্তুগুলির যদি সত্যিকার কোনও গুণ থাকত তবে তা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী সকল জাতের লোকের উপরই সমভাবে ফলপ্রসূ হত, কোনও বিশেষ জাতের বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যেই আবদ্ধ থাকত না। কারণ, যদিও ফলের মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সামর্থ্যের তারতম্যের উপর নির্ভর করে, কিন্তু তা বলে কোনও বিশেষ মতাবলম্বীর উপর নির্ভর করে না। দেখতে পাও না কি, কেউ যদি মিষ্টি মনে করে বিষ খায় তবে বিষেরই ক্রিয়া হয়, আর তাতে প্রাণ যায়।'

রামমোহন লিখেছেন, 'ভারতের বর্তমান যুগের অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক বস্তুতে বিশ্বাস এত বেড়েছে যে লোকে যখনই কোনও আশ্চর্য বস্তু দেখে তখনই সেটি তাদের পৌরাণিক যুগের বীরগণের কিংবা বর্তমানের সাধু সন্ন্যাসীদের উপর আরোপ করে এবং তার সুস্পষ্ট কারণ বর্তমান থাকলেও সেটা অগ্রাহ্য করে। কিন্তু তার কারণ তো যাদের সুস্থ মন, যারা ন্যায়ানুরাগী তাদের কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইওরোপের লোকদের অনেক অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, বাজিকরের হাতসাফাও নৈপুণ্য প্রভৃতি এমন অনেক জিনিস আছে, যার কারণ দৃশ্যত যেন অজ্ঞাত এবং মানববোধ শক্তির বহির্ভূত বলেই মনে হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাজাত তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যদি দেখা যায় তা হলেই এই আপাত গুহ্য কারণগুলি বেশ সন্তোষজনক ভাবেই জানা যায়। এই সন্ধান পেলে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনায় বিশ্বাসী (লোকের) দ্বারা বুদ্ধিমান লোকেরা আর প্রভাবিত হবেন না। তবে এ বিষয়ে আমরা বড় জোর এই বলতে পারি যে কোনও কোনও ব্যাপারে তীক্ষ্ণ গভীর অনুসন্ধান সত্ত্বেও অনেক আশ্চর্য ঘটনার কারণটা লোকের অজ্ঞাত থেকেই যায়। সেসব ক্ষেত্রে আমাদের সুযুক্তির উপর নির্ভর করা উচিত এবং নিজেকে এই প্রশ্নই করা উচিত যে এর কারণটার জন্য আমাদের বুঝবার বর্তমান অক্ষমতাই দায়ী, না প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত অসম্ভব কোনও মাধ্যমের উপর আরোপ করা যুক্তিসঙ্গত। আমি মনে করি যে আমাদের সুযুক্তি প্রথমোক্ত পন্থা বেছে নেবে। তা ছাড়া শত শত বছর আগে কোন মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে, বা কেউ স্বর্গারোহণ করেছে ইত্যাদি অসম্ভব ও অযৌক্তিক ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধান করবার এমন কী দরকার পড়েছে?'

রামমোহন আরও লিখেছেন, 'সাধারণ লোক প্রচলিত মতের দ্বারাই অভিভূত হয়। তাদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক যে যখন তারা এমন কোনও কিছু দেখতে পায় যার রহস্য তাদের বুদ্ধির অগম্য অথবা যার কোনও কারণ দেখতে পায় না তখন তারা ইহা এক অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ক্রিয়া বলে বর্ণনা করে। এর রহস্য আসলে এই যে জগতের যাবতীয় বস্তুর বর্তমানতাই কোনও না কোনও আপাত কারণের এবং বিভিন্ন অবস্থার ও ন্যায় বিধির উপর নির্ভর করে। সুতরাং আমরা যদি কোনও বস্তুর ভালো ও মন্দের মুখ্য ও গৌণ কারণ সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করে দেখি তবেই আমরা বলতে পারি যে ওই বস্তুর সত্তার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কিন্তু যখন অভিজ্ঞতার অভাবে এবং মতের সংকীর্ণতার জন্য কোনও কিছুর কারণ কারও কাছে অপ্রকাশিত থাকে তখন তার সুযোগ নিয়ে অন্য যে-কোনও মতলবী মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সব ঘটনাকে নিজের অলৌকিক শক্তি বলে বর্ণনা করে তার দলেই লোককে আকর্ষণ করে।' এই বইতেই রামমোহন লিখেছেন, '...একটা উক্তির সত্যতা শুধু উক্তিটির পরিপোষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে না। ... সত্যানুসন্ধিৎসুদের দ্বারা ইহা স্বীকৃত হয়েছে যে একমাত্র সত্যই সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধে হলেও পালনীয়।'

আধুনিক চিন্তাচর্চা করলেও লড়াইয়ের পথে ধর্মবিশ্বাসকে পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি রামমোহন। রামমোহনই প্রথম যিনি লড়েছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য। বিকশিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা গদ্যকে। মান্ধাতা আমলের সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে ভারতের তরুণ প্রজন্মকে তিনি শিক্ষিত করতে চেয়েছিলেন আধুনিক শিক্ষায়, যে শিক্ষা বিনা বিচারে মেনে নিতে শেখাবে না বরং প্রশ্ন করতে শেখাবে, বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ বর্জন করতে শেখাবে।

এই সব কারণে ধর্মীয় মৌলবাদীদের কাছে রামমোহন আজও সাক্ষাৎ এক আতঙ্ক। আরএসএস-বিজেপি'র নেতারা আজও তাঁকে গালিগালাজ করে চলেছেন।

শহরের নামী বেসরকারি স্কুলের শৌচাগারে সাপের ছোবল ছাত্রীকে। ঘটনায় আতঙ্ক স্কুলে। শিশুটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিপন্মুক্ত বলে জানালেন চিকিৎসকেরা

প্রতিশ্রুতির ফানুস আর বাস্তবের নির্মমতা

বিজেপির দ্বিচারিতায় পিষ্ট জনতা

ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য জনমোহিনী প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে উল্টে জনগণের ওপর দমনপীড়নের খাঁড়া নামিয়ে আনলে তার জবাব রাজপথেই মিলবে। লিখছেন তৃণমূল মুখপাত্র ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইস্তাহার বা 'সংকল্পপত্র' কেবল কিছু পাতার সমষ্টি নয়, তা জনগণের সঙ্গে এক অলিখিত সামাজিক চুক্তি। কিন্তু ভোটের বাদ্য থেমে যাওয়ার পর যখন প্রতিশ্রুতির জৌলুস মিলিয়ে যায়, তখন রাজপথের কঠিন বাস্তব মানুষের সামনে এসে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিজেপির দেওয়া আকাশচুম্বী প্রতিশ্রুতি এবং বর্তমান শাসনতান্ত্রিক বাস্তবতার ফারাকটি ঠিক সেই নির্মম সত্যকেই প্রতিদিন প্রকট করে তুলছে। ভোটের প্রচারে তৎকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি নেতৃত্বের বাগাড়ম্বর আজ সাধারণ মানুষের কাছে একরাশ হতাশা আর ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভোটের উত্তপ্ত ময়দানে দাঁড়িয়ে গেরুয়া শিবিরের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন, ক্ষমতায় এলেই রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবনে রামরাজ্য নেমে আসবে! সাবেক বিরোধী দলনেতা প্রতিটি জনসভায় দাঁড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— মাত্র ৪৫০ টাকায় রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার মিলবে, বিদ্যুতের মাশুল নামিয়ে আনা হবে মাত্র ২ টাকা ইউনিটে। এমনকী সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের মন জয় করতে ক্যালেন্ডারের দিনক্ষণ বেঁধে দাবি করা হয়েছিল, সরকার গঠনের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত বকেয়া ডিএ (মহার্ঘ ভাতা) মিটিয়ে দেওয়া হবে। রাজ্যের বঞ্চিত শিক্ষক পদপ্রার্থীদের আবেগ নিয়ে খেলা করে বলা হয়েছিল, সরকার এসেই উচ্চ আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ পিটিশন দাখিল করে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি নিশ্চিত করবে। কিন্তু বাস্তবে কী দেখা গেল? নির্ধারিত সময়সীমা বহু আগেই পার হয়ে গিয়েছে, অথচ মহার্ঘ ভাতার ফাইল লাল ফিতের ফাঁসেই বন্দি। চাকরিপ্রার্থীদের সেই হাহাকার আজও রাজপথের ধুলোয় আছড়ে পড়ছে; উল্টে নিয়োগ প্রক্রিয়ার জটিলতা কাটাতে নতুন করে আদালতে সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন জানানো হচ্ছে।

নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতির বিপরীত চিত্র ফুটে উঠেছে। নির্বাচনী প্রচারে ঢাকঢোল পিটিয়ে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র কথা বলে দাবি করা হয়েছিল,

'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর চেয়ে অনেক বেশি আর্থিক সহায়তা রাজ্যের সমস্ত মহিলাকে দেওয়া হবে। অথচ ক্ষমতায় আসার পর দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। এক কোটি দশ লক্ষেরও বেশি প্রান্তিক মহিলাকে নানাবিধ আমলাতান্ত্রিক কারণ দেখিয়ে এই প্রকল্পের আওতা থেকে সরাসরি বঞ্চিত করা হয়েছে। আর বাকিদের জন্য আরোপ করা হয়েছে এমন সব জটিল ও কঠোর শর্তাবলি, যার ফলে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়াই সাধারণের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে! ক্ষমতায় আসার আগে যা ছিল 'সবার জন্য অন্নপূর্ণা', ক্ষমতায় বসার পর তা পরিণত হয়েছে শর্তের বেড়াজালে বন্দি এক প্রহসনে।

সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয় হল, জনকল্যাণের আশ্বাস দিয়ে ক্ষমতায় এসে সরকার আজ যেন দমনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর সবচেয়ে বড় শিকার খেটে-খাওয়া গরিব মানুষ, বিশেষত শহরের হকার সম্প্রদায়। ভোটের মুখে একসময় যে বিরোধী দলনেতা হকারদের সুরক্ষায় বড় বড় বুলি আউড়েছিলেন এবং উচ্ছেদ অভিযানের চরম বিরোধিতা করেছিলেন, আজ তাঁর রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় বসে সম্পূর্ণ ভোল বদলে ফেলেছে। কোনও প্রকার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই, 'আইন ও নিয়মের' দোহাই দিয়ে ব্যাপক হারে হকার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। যে ফুটপাতবাসী ও প্রান্তিক মানুষগুলো পরিবর্তনের আশায় বুক বেঁধে বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, আজ তাঁদের পেটে লাথি মেরে রুটি-রুজির পথ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনিক বুলডোজারের তলায় পিষ্ট হচ্ছে তাঁদের জীবিকা।

এখানেই শেষ নয়, দলটির রাজনৈতিক নৈতিকতা ও 'দুর্নীতিমুক্ত' প্রশাসনের দাবিও আজ প্রশ্নের মুখে। বিরোধী শিবিরে থাকার সময় যে দল প্রতিদিন 'তৃণমূল মানেই চোর' বলে রাজনৈতিক বয়ান তৈরি করত, তাদেরই নেতারা আজ নারদা বা সারদার মতো কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দলে টেনে নিয়ে পুনর্বাসন দিচ্ছেন। অতীতে অটলবিহারী বাজপেয়ী পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন যে তিনি দুর্নীতির সঙ্গে আপস করে ক্ষমতা চাইবেন না; অথচ আজকের নেতৃত্ব ক্ষমতার লোভে অভিযুক্তদের সাদরে বরণ করে নিচ্ছেন। একদিকে 'জিরো টলারেন্স'-এর দাবি, অন্যদিকে অভিযুক্তদের নেতা বানিয়ে পাশে বসানো— এই রাজনৈতিক দ্বিচারিতা আজ সাধারণ মানুষের চোখে স্পষ্ট।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ কমানোর প্রক্রিয়া। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে আব কি বার ২০০ পার— না-হওয়ায় যেভাবে ১০০ দিনের কাজের টাকা আটকে রাখা হয়েছিল, গরিব মানুষের মাথার ছাদ থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছিল (যদিও মমতা দিদির সরকার সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে ৫০ দিনের কাজ এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ব্যবস্থা করেছিলেন) কিংবা সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার যে প্রবণতা আজও দৃশ্যমান, তা কোনওভাবেই জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের লক্ষণ হতে পারে না। অন্যদিকে, নিজেরা সংকল্পপত্রে একের পর এক রঙিন প্রতিশ্রুতি দিয়ে মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করলেও, কার্যক্ষেত্রে সেই প্রতিশ্রুতিগুলোর কোনও বাস্তব রূপ দেখা যাচ্ছে না। সাধারণ মানুষ আজ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম, বেকারত্ব এবং জীবিকা হারানোর ভয়ে দিশেহারা।

রাজনীতিতে মানুষের স্মৃতি খুব বেশি ক্ষণস্থায়ী নয়। ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য জনমোহিনী প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে উল্টে জনগণের ওপর দমনপীড়নের খাঁড়া নামিয়ে আনলে তার জবাব রাজপথেই মেলে। ৪৫০ টাকার গ্যাস, ২ টাকার বিদ্যুৎ আর বকেয়া ডিএ-র স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষমতায় আসা বিজেপি আজ যে দমনমূলক ও প্রতিশ্রুতিভঙ্গের রাজনীতি করছে, তা রাজ্যের ইতিহাসে এক অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। গরিব মানুষের পেটে লাথি মেরে কিংবা আদালতের দোহাই দিয়ে রাজনৈতিক দায়িত্ব থেকে হাত ধুয়ে ফেলার এই খেলা জনগণ খুব বেশিদিন মেনে নেবে না। প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবতার এই বিশাল ফারাকই একদিন ক্ষমতার ভিত নাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

তিতুমির মুছে হল শ্যামাপ্রসাদ, নাম বদলের রাজনীতিতেই বিজেপি

সংবাদদাতা, বারাসত : ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নাম পরিবর্তনের রাজনীতি করতে নেমেছে বিজেপি। তিতুমীরের নাম ছবি মুছে দেওয়া হল। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের তিতুমীর ভবনে এই ঘৃণ্য কান্ড ঘটালো হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। বুধবার জেলা পরিষদের তিতুমীর সভাকক্ষে হিন্দু জাগরণ মঞ্চ অখণ্ড ভারত সংকল্প কর্মসূচির আয়োজন করে। সেখানেই তিতুমীরের নাম পরিবর্তন করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভবন নামকরণ করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে ২৬ জুন ১৯৮৬ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে অবিভক্ত ২৪ পরগনা জেলা ছিল। ১৯৮৬ সালে সেই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বিভক্ত হওয়ার পর

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ গঠিত হয়। তারপর থেকেই ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকা সভাকক্ষের নাম দেওয়া হয়েছিল তিতুমির সভাকক্ষ। তিতুমির ছিলেন, ঊনবিংশ শতকের বাংলার একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবী ও নেতা। এবার তার নাম বদল করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নাম করার দাবি উঠল। প্রশ্ন উঠছে এভাবে একটি সরকারি ভবনের নাম পরিবর্তন করা যায় কি? জোরপূর্বক এই নাম পরিবর্তন নিয়ে ইতিমধ্যেই হিন্দু জাগরণ মঞ্চের কর্মকলাপ নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিজেপির এই পদক্ষেপ 'সস্তা ও প্রতিহিংসামূলক' নাম বদলের রাজনীতি। শুধুমাত্র একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বাংলার এক অবিসংবাদিত বীরের নাম মুছে দেওয়া চরম অসম্মানজনক। তিতুমিরের নাম পরিবর্তনের পেছনে কাজ করছে গভীর মেরুকরণের রাজনীতি। ইতিহাসের পাতা থেকে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নায়কদের মুছে ফেলে নিজেদের মতাদর্শ চাপিয়ে দেওয়াই পদ্ম শিবিরের আসল লক্ষ্য। এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে জেলাশাসককে ফোন করলেও তিনি ফোন ধরেননি।

রাজ্য
20 August, 2026 • Thursday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বুধবার রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশে স্থগিতাদেশ জারি করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা

জতুগৃহে মৃত্যু : ৬ মাস আগে চাকরি নিয়ে এসেছিল সন্দীপ

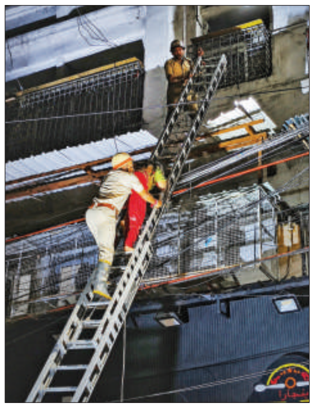

নিউ মার্কেটের কাছের একটি হোটেলে আগুন লাগার পর চলছে উদ্ধারকাজ।

প্রতিবেদন : মির্জা গালিব স্ট্রিটের জতুগৃহে মর্মান্তিক মৃত্যু। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় প্রাণ হারালেন অন্তত ৯ জন আবাসিক। মৃতদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং এক ৪ বছরের শিশুও রয়েছে। মৃতদের মধ্যে ৮ জনই বাংলাদেশের নাগরিক, যাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন উন্নত চিকিৎসার আশায়। অন্য একজন শিলিগুড়ির বাসিন্দা। ঘটনায় আহত আরও অন্তত ৬ জনকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

মির্জা গালিব স্ট্রিটের জতুগৃহে মর্মান্তিক মৃত্যু ঝাড়খণ্ডের সন্দীপের। বয়স মাত্র ১৯। ৬ মাস আগে যোগ দিয়েছিল চাকরিতে।

সন্দীপের কাকা জানাচ্ছেন, কাজের জন্যই ভাইপোকে কলকাতায় পাঠাই। হোটেলের গেটের কাছে ফ্রিজ রাখা ছিল। সেখানেই ঘুমোত। শুনলাম, ওই ফ্রিজটাই নাকি ব্লাস্ট করেছে। বাইরে না গিয়ে ভিতরে ঢুকে যাওয়ার কারণেই বেঁচে ফিরতে পারল না সন্দীপ!

এই মৃতদের তালিকায় রয়েছেন বাংলাদেশের সাংবাদিক দেবাশিস দত্ত (৩৭), তাঁর স্ত্রী আফসানা শিরমিন (২৫), তাঁদের ছোট্ট ছেলে স্বর্ণাশিস দত্ত (৩) ও দেবাশিসের শ্বশুর আক্রম আলি (৬৪)। এছাড়াও মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মহম্মদ আকরাম আলি এবং ঢাকার সাভারের বাসিন্দা আহমেদ বাবু।

হোটেলের মালিক বীরেশ্বর মিত্র এখনও অধরা। ‘শিখা’ হোটেল থেকে ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে ‘যাপন’ হোটেলেরও মালিক বীরেশ্বর মিত্র। আগুন লাগার পর ‘যাপন’ হোটেলের ম্যানেজার বারবার ফোন করেছিলেন মালিককে। কিন্তু মালিক ফোন ধরেননি। এখন মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তাঁর ফোন সুইচড অফ শোনাচ্ছে।

মঙ্গলবার রাত দুটো থেকে আড়াইটে নাগাদ আগুন লাগে ‘শিখা ইন’ নামে ওই হোটেলে। আগুন লেগেছে বুঝতে পেরে হোটেলের এক কর্মী আবাসিকদের ঘুম থেকে তোলেন। তার পরই গেটের দিকে দৌড়। ঢাকার মিরপুর থেকে কলকাতায় চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। তিনি জানালেন, স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে হোটেলে উঠেছিলাম। বাচ্চার অপারেশন হয়েছে। রাতে হোটেলের বয় দরজায় ধাক্কা দেওয়ায় প্রাণে বাঁচি। দরজা খোলার পর সে বলে, আগুন লেগেছে এক্ষুনি নেমে আসুন। বাচ্চা নিয়ে কোনওক্রমে দৌড়াই। ব্যাগ ভিতরে রয়ে গিয়েছে। ‘তাইবা’ হোটেলের ৪ নম্বর রুমে ছিলাম, ফার্স্ট ফ্লোরে।

অনেকেই আহত হয়ে হাসপাতালে। মৃতের সংখ্যা সেই কারণে বাড়ে কিনা সেটাই দেখার।

আদালতের থাপ্পড় খেয়ে পিছু হঠল সরকার!

জনগণনায় যুক্ত শিক্ষকদের বাধ্য হল ‘অন ডিউটি’ দিতে

প্রতিবেদন : আদালতের ধমক না খেলে হুঁশ ফেরে না রাজ্যের বিজেপি সরকারের! জনগণনায় নিযুক্ত শিক্ষকদের চরম হয়রানির মুখে ঠেলে দেওয়ার পর, অবশেষে আইনি তোপের মুখে পড়ে নিজেদের আগের হঠকারী নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হল রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতর।

‘সেন্সাস অ্যাক্ট ১৯৪৮’-এর ১৫এ এবং ১৫বি ধারায় একেবারে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, যাঁরা সেন্সাসের কাজ করবেন, তাঁদের ওই দিনগুলিতে ‘অন ডিউটি’ হিসেবে গণ্য করা হবে। এই আইনি বাধ্যবাধকতার কথা জানা সত্ত্বেও, শিক্ষা দফতর এবং রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি নিয়ে জটিলতা পাকিয়েছিল। এর আগে রাজ্য শিক্ষা দফতরের তরফে চরম অমানবিক একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলা হয়েছিল, স্কুলে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর শিক্ষকদের জনগণনার কাজ করতে হবে! সরকারের এই টালবাহানা এবং অমানবিক সিদ্ধান্তের ফলে সেন্সাস কর্মী ও শিক্ষকদের কার্যত বাধ্য হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার বুঝিয়ে না দিয়ে, সব কিছুতেই মানুষকে হয়রানি করে আদালতের দিকে ঠেলে দেওয়ার এই প্রবণতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বর্তমান প্রশাসনের মানসিকতা পূর্বতন সরকারের স্বৈরাচারেরই কার্বন কপি। অবশেষে বাধ্য হয়ে আজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিদের কাছে নতুন নির্দেশিকা পাঠিয়ে স্কুল শিক্ষা দফতর জানিয়েছে যে, জনগণনায় নিযুক্ত শিক্ষকরা ‘অন ডিউটি’ হিসেবে বিবেচিত হবেন। সরকারের এই দ্বিচারিতা ও হয়রানিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে ‘সেন্সাস কর্মী ঐক্য মঞ্চ’। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল সরাসরি তোপ দেগে প্রশ্ন তুলেছেন, আদালতে থাপ্পড় না খেলে সরকার সচেতন হবে না! প্রশাসনের এই টালবাহানায় ক্ষুব্ধ সেন্সাস কর্মীরা অবিলম্বে কেন্দ্রীয়ভাবে ‘অন ডিউটি’ দেওয়ার সুস্পষ্ট অর্ডার বের করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন। স্কুল শিক্ষা কমিশনার স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে অনুরোধ করেছেন যাতে স্কুলে ছাত্রদের পঠনপাঠন বিঘ্নিত না করে শিক্ষকদের কাজে লাগানো যায়। কিন্তু প্রশাসনের এই গাফিলতি, শিক্ষকদের প্রতি চরম অমানবিক আচরণ এবং প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার এই নোংরা মানসিকতা বুঝিয়ে দিল যে, নামের বদল হলেও সরকারের কাজের ধরনে কোনও পরিবর্তনই আসেনি।

কলকাতার হোটেলে

(প্রথম পাতার পর) খবর পেয়ে দমকলের কর্মীরা, নিউ মার্কেট থানার পুলিশ এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। ধোঁয়ার ফলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দমকলের কর্মীরা সমস্যা পড়েন। রাতে হোটেলের লিফট বন্ধ ছিল এবং সিঁড়ি সরু হওয়ায় আবাসিকদের বাইরে বের করে আনতে দেরি হয়। হোটেলে আগুন নেভানোর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল না। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। পাঁচতলা এই বাড়িটিতে একাধিক হোটেল রয়েছে। মঙ্গলবার রাতে তিনতলার হোটেলে আগুন লাগে। ধোঁয়ায় পুরো বাড়ি ঢেকে যাওয়ায় হোটেলগুলির আবাসিকদের উদ্ধার করতে দমকলের কর্মীদের বেশ সমস্যা হয়। ১৫ জনকে উদ্ধার করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে ৯ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ৬ জন ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বাভাবিকভাবেই পর পর অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রাজ্যের হোটেলগুলির আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। রাজ্যের তরফ থেকেও এখন পর্যন্ত কোনও বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সোমবার ভোররাতে তারাপীঠের হোটেলে আগুন লেগে ৯ জনের মৃত্যু হয়। তার মাঝেই কলকাতায় একই ঘটনা ঘটায় প্রশ্নের মুখে দমকলও। ইতিমধ্যেই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে। দমকলের ডিজি অনুজ শর্মা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। ৫ সদস্যের বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছে লালবাজার। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ শুরু করেছেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর হোটেলের ট্রেড লাইসেন্স-সহ পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন দমকল প্রতিমন্ত্রী। কিন্তু একটার পর একটা আগুন লাগার পরও আগাম কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

ডিজি ও সিপিকে

(প্রথম পাতার পর) তাঁরা কমিশনের চেয়ারম্যান আই পি মুখোপাধ্যায়ের সামনে একে একে অভিযোগগুলি তুলে ধরেন। কমিশনে দীর্ঘ শুনানির পর বেরিয়ে প্রতিনিধিদলের তরফে বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, গত কয়েক মাস ধরে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বেছে বেছে ভুয়ো মামলা দেওয়া, থানায় ডেকে থ্রেট করা, পাঁচ-ছয় বছরের পুরনো মামলায় তৃণমূল কর্মীদের নাম জুড়ে দেওয়া, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা, রাস্তায় আটকে হেনস্থা করা, আক্রমণ করা, তাঁদের লক্ষ্য করে ডিম-ছোঁড়া, তাঁদের বাড়িছাড়া বা এলাকা ছাড়া করা হচ্ছে। অনেককে গ্রেফতার করে পুলিশ হাফ প্যান্ট পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে প্রকাশ্যে ঘোরাচ্ছে। কুণাল আরও বলেন, গত তিন মাসে রাজ্যে দুটি পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এই সব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। কিন্তু তারপরও পুলিশ, প্রশাসন নীরব। এই সব ঘটনা বন্ধ করতে এবং অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবিও জানান তাঁরা। কমিশনের চেয়ারম্যান দীর্ঘক্ষণ তাঁদের অভিযোগগুলি শোনেন। সেই সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশও জারি করেন তিনি। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ফের শুনানি।

ক্রমশ সরছে দুর্বল নিম্নচাপ

প্রতিবেদন : দুর্বল হয়ে সরছে নিম্নচাপ। এর জেরেই বদলাচ্ছে আবহাওয়া। বেশ কিছু জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। নিম্নচাপের তীব্রতা কমলেও আগামী কয়েকদিন আকাশ মূলত মেঘলা থাকবে এবং বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি বজায় থাকবে। বৃহস্পতিবার দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া এবং কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। শুক্র ও শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কম হলেও রবিবার থেকে ফের বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। অন্যান্য জেলাগুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কমলেও উত্তরবঙ্গে দেখা যাবে উল্টো ছবি। ওপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি বাকি জেলাগুলোতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়িতে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। নিম্নচাপ সরে গেলেও উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকার কারণে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। তাই মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

আইনশৃঙ্খলা বিপাকে

(প্রথম পাতার পর) আর এবার উৎসবের আবহে সেই সংখ্যা একধাক্কায় দ্বিগুণ করে ১০০ কোম্পানিতে নিয়ে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং রাজ্য সরকার নিজের পুলিশ প্রশাসনের ওপর থেকে পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে।

দুর্গাপুজোর মতো একটি আদ্যন্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব সামলাতে বিএসএফ, সিআরপিএফ এবং এসএসবি-র মতো আধা-সামরিক বাহিনীকে রাস্তায় নামানোর এই ব্লু-প্রিন্ট আসলে রাজ্যবাসীর কাছে এক চরম অপমান। রাজ্য পুলিশে যে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ রয়েছে, তা পূরণের কোনও সদিচ্ছা বা প্রশাসনিক উদ্যোগ এই সরকারের নেই। পুলিশ নিয়োগে চরম ব্যর্থতার দায় ঝেড়ে ফেলতে তারা এখন সরাসরি কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে আছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার নামে ভিনরাজ্যের সশস্ত্র বাহিনীকে দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় টহল দেওয়ানোর এই ফতোয়া আসলে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করার এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ছক। সরকার কি তবে দুর্গাপুজোর আনন্দকে বুটের তলায় পিষে দিয়ে বাংলাকে একটি অঘোষিত সেনাছাউনিতে পরিণত করতে চাইছে? এই প্রশ্ন আজ প্রতিটি সচেতন বঙ্গবাসীর মনে। ভোটের পর রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে ও বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে যে ৫০ কোম্পানি বাহিনী রেখে দেওয়া হয়েছিল, এখন তার সঙ্গে আরও ৫০ কোম্পানি যোগ করে আদতে জনরোষ দমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে এই জনবিচ্ছিন্ন সরকার। যে সরকার নিজেদের রাজ্যের উৎসবের নিরাপত্তা নিজেদের পুলিশ দিয়ে সামলাতে পারে না, তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতায় থাকার কোনও নৈতিক অধিকারই অবশিষ্ট নেই। নিজেদের চরম অপদার্থতা, পুলিশি পরিকাঠামোর বেহাল দশা এবং শাসকদলের প্রতি মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ— এই সবকিছুকে ধামাচাপা দিতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর বন্দুকের নলের পিছনে লুকোতে চাইছে নবান্ন। বাংলার মানুষ খুব ভালো করেই বুঝতে পারছেন, উৎসবের নিরাপত্তার আড়ালে আসলে স্বৈরাচারী কায়দায় ভয় দেখিয়ে রাজত্ব চালানোর নগ্ন খেলায় মেতেছে এই সরকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পথ-দুর্ঘটনা মালদহের কালিয়াচকে। বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহী যুবকের। বুধবার বিকেলে কালিয়াচকের যদুপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে

আমার বাংলা
20 August, 2026 • Thursday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ডাম্পারে আগুন

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ডাম্পারকে রিকভারি ভ্যানে করে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওঠায় চাঞ্চল্য ছড়াল মালদহের গাজোলে। বুধবার ঘটনাটি ঘটে গাজোল থানার আহোড়া এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি ডাম্পারকে রিকভারি ভ্যানের সাহায্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় আচমকাই ডাম্পারটিতে আগুন ধরে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা। আগুনের জেরে জাতীয় সড়কের একটি লেনে যান চলাচল দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গাজোল থানার পুলিশ। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে মালদহ দমকল দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। ঘটনায় হতাহতের খবর মেলেনি।

চোর সন্দেহে খুন, ধৃত ২

কালিয়াচকে লিচুগাছে ১২ বছরের এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় খুনের অভিযোগ উঠতেই উত্তেজনার সৃষ্টি হয় সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চামাগ্রাম বাগানপাড়া এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম ফাহিম সেখ। সে ছিল বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি লিচুগাছে ফাহিমের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমে যায়। পরিবারের অভিযোগ, ফাহিম কয়েকজনকে ছাগল চুরি করতে দেখেছিল। সেই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাতেই তাকে খুন করে প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘটনার পর জসিম নামে এক যুবককে সন্দেহ করে স্থানীয়রা মারধর করেন বলে জানা যায়। পরে পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। ফাহিমের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে এসডিও দফতরে মহিলাদের বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, কোচবিহার : বিজেপির জুমলা প্রকল্প অন্নপূর্ণা যোজনা। এককথায় ইলেকশন চিটিং। ভোটের আগে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট যোজনার নামে ভোট কেড়ে ছিল বিজেপি। তারপরই প্রকাশ্যে এসেছে আসল জুমলা। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা এখনও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা না পড়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন একাধিক মহিলা। বুধবার কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দফতরে এসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, অনলাইন এবং অফলাইন— দুই মাধ্যমেই অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের জন্য আবেদন ও ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার পরও তাঁদের অ্যাকাউন্টে এখনও টাকা ঢোকেনি। ফলে আর্থিক সমস্যায় পড়েছেন বহু মহিলা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, ভোটের আগে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে প্রতি মাসের ১ তারিখে মহিলাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ৩ হাজার টাকা করে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের অর্থ পাঠানো হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এখনও টাকা না মেলায় ক্ষোভ বাড়ছে। এ দিন কোচবিহার সদর মহকুমা শাসকের দফতরে জড়ো হয়ে দ্রুত প্রাপ্য টাকা তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর দাবি জানান মহিলারা। তাঁদের অভিযোগ, আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পরও কেন টাকা আটকে রয়েছে, প্রশাসনের তরফে তার স্পষ্ট কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকা দ্রুত দেওয়ার পাশাপাশি, কেন তাঁদের টাকা আটকে রয়েছে তা প্রশাসনকে স্পষ্ট করার দাবিও জানান বিক্ষোভকারীরা। সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

কোচবিহারে এসডিও দফতরের সামনে মহিলাদের প্রতিবাদ।

সস্তায় আসবাব-ইলেকট্রনিক্সের টোপ দিয়ে প্রতারণা, মালদহে তীব্র চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, মালদহ : বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে দামি আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী পাওয়ার প্রলোভন। অগ্রিম টাকা দিয়ে পছন্দের সামগ্রী বুকও করেছিলেন বহু মানুষ। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে পণ্য হাতে পাওয়ার আগেই হঠাৎ দোকানের ঝাঁপ বন্ধ! প্রতারণার অভিযোগে বুধবার এমনই ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল মালদহের গাজোলের তুলসীডাঙা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তুলসীডাঙার কোড়া গ্রামের কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে মাসখানেক আগে একটি অর্ডার সাপ্লায়ার্সের দোকান চালু হয়। অভিযোগ, ভাড়ায় নেওয়া ওই দোকানে বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী বিক্রির কথা বলা হত। পছন্দের সামগ্রী বুক করতে গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া হত অগ্রিম টাকা। ১০-১২ দিনের মধ্যে পণ্য সরবরাহের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। সস্তায় প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়ার আশায় বহু মানুষ হাজার হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে অর্ডার করেন। কিন্তু বুধবার সকালে নির্ধারিত সময়ের আগে দোকানে এসে তাঁরা দেখেন, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। এরপরই গ্রাহকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ক্ষোভ। অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। উত্তেজিত জনতার একাংশ দোকানের সাটার ভাঙারও চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রতারণার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে গাজোল থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

শতাধিক ক্রেতার বিক্ষোভ।

আবাসের সার্ভেতে টাকা চাওয়ার অভিযোগ, বিডিওর দ্বারস্থ মহিলারা

সংবাদদাতা, মালদহ : এবার আবাস যোজনার ঘরের সার্ভে করতে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল কালিয়াচক-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচীবের বিরুদ্ধে।বুধবার অভিযোগ নিয়ে কালিয়াচক-১ নম্বর ব্লকের বিডিওর দ্বারস্থ হলেন বেশ কয়েকজন মহিলা। অভিযোগকারী মহিলাদের দাবি,তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা বাড়িতেই বসবাস করছেন। পাকা বাড়ির আশায় আবাস যোজনায় আবেদন করেছেন তাঁরা। কিন্তু অভিযোগ, সার্ভে করার জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে ২ হাজার টাকা দাবি করা হয়েছে। টাকা না দিলে সার্ভে হবে না বলেও অভিযোগ মহিলাদের। এই অভিযোগ নিয়েই তাঁরা বিডিও অফিসে গিয়ে লিখিতভাবে বিষয়টি জানানোর উদ্যোগ নেন। যদিও মহিলাদের সমস্ত অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করেছেন কালিয়াচক-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সচীব সুফল ঘোষ। তাঁর দাবি, টাকা চাওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

নাগরিক পরিষেবার সমস্যা সমাধানের দাবিতে সরব তৃণমূল

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি পুর নিগমে নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে পুর কমিশনারের দ্বারস্থ হল দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করা ও অসম্পূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজ দ্রুত শুরু করার দাবি জানানো হয়েছে সংগঠনের পক্ষ থেকে। তৃণমূলের অভিযোগ,পুর নিগমের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটরদের হস্তক্ষেপের কারণে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেইসঙ্গে অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলির কাজ দ্রুত শুরু করার দাবিও জানানো হয়েছে। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ কেবল বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া, তার জেরে যানজট-সহ একাধিক এলাকায় স্ট্রিট লাইটের সমস্যা নিয়ে পুর কমিশনারের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। শহরের বেহাল রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের পাশাপাশি পর্যাপ্ত সংখ্যক বর্জ্য সংগ্রহের গাড়ি মোতায়েনের দাবিও তুলেছে তৃণমূল। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর আগে শহরের নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক করতে দ্রুত পদক্ষেপের আবেদন জানানো হয়েছে পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাইয়ের কাছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, পুর কমিশনারের সঙ্গে আলোচনায় সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখার আশ্বাস মিলেছে। কমিশনের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতেই পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে, জানিয়েছেন তাঁরা।

দ্রুত সমস্ত সমস্যা মেটানোর দাবি জানালেন দলের সদস্যরা।

আমার বাংলা

20 August, 2026 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বেলপাহাড়িতে জলের তোড়ে ভেঙে পড়ল সেতু, বিচ্ছিন্ন বহু গ্রাম

বিঘে বিঘে চাষজমি জলমগ্ন, ক্ষতিপূরণের দাবি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : প্রবল জলের তোড়ে ভেঙে পড়ল বিনপুর-২ (বেলপাহাড়ি) ব্লকের সন্দাপাড়া অঞ্চলের বড়িডহা গ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু। এর জেরে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এলাকার অন্তত পাঁচ-ছটি গ্রাম।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বেলপাহাড়ির দিক থেকে নেমে আসা প্রবল জলের স্রোতে সেতুটি মাঝখান থেকে ভেঙে বসে যায়। পাশাপাশি, সেতু ও পিচ রাস্তার সংযোগস্থলের অ্যাপ্রোচ অংশেও ধস নেমেছে। সেই সময় সাইকেল নিয়ে পার হতে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন এক ব্যক্তি।

এই রাস্তাটি দিয়ে স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড সীমানাবর্তী বহু এলাকার মানুষ রোজ যাতায়াত করেন। সেতু ভেঙে যাওয়ায় বাজারঘাট ও জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা কার্যত থমকে গিয়েছে। অন্যদিকে, গত দু'দিনের নিম্নচাপের জেরে জলমগ্ন চাষের জমি, ক্ষতির আশঙ্কায় মালঞ্চা এলাকার চাষিরা।

জেলার একাধিক নদীর জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। ফুলেফেঁপে উঠেছে নদীনালা। এর প্রভাব পড়েছে জেলার বিভিন্ন এলাকার কৃষিজমিতেও। ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লকের মালঞ্চা গ্রাম সংলগ্ন বিস্তীর্ণ চাষের জমি জলমগ্ন হওয়ায় বিঘের পর বিঘে ধানজমি ক্ষতির মুখে। চাষিদের দাবি, চাষে নামার সময় অনেকেই মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়ে ধান চাষ শুরু করেছিলেন। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টিতে জমিতে জল জমে যাওয়ায় ধান চাষ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। ফসল নষ্ট হলে চাষ করে মুনাফা অর্জন তো দূরের কথা, কীভাবে ঋণ শোধ করবেন, সেই চিন্তাতেই কপালে ভাঁজ পড়েছে চাষিদের। চাষিদের দাবি, সরকার পরিবর্তনের পর ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে রাজ্য সরকারকে দাঁড়াতে হবে। ক্ষতিপূরণ মিললে কিছুটা হলেও ঘুরে দাঁড়িয়ে ঋণ শোধ করে ফের চাষের কাজে নামতে পারবেন বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা। পাশাপাশি নতুন সরকারের প্রশাসনের প্রতি দ্রুত ভেঙে পড়া সেতুটি মেরামতের দাবি তুলেছেন ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

জলে ভেসে গেল বহু চাষের জমি।

সিন্দুক তুলে নিয়ে জঙ্গলে ফেলল দুষ্কৃতীরা, লুট সোনা-রুপোর গয়না

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দোকানের সিন্দুকটাই তুলে নিয়ে গেল দুষ্কৃতীরা! পরে প্রায় ৫০ মিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে সিন্দুক ভেঙে লুট করে নিয়ে যাওয়া হল সোনা-রুপোর গয়না ও কাঁসা-পিতলের বাসন। রাতের অন্ধকারে সোনার দোকানে এমন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দুর্গাপুরে। দোকান মালিকের দাবি, খোয়া গিয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সামগ্রী। ঘটনাটি দুর্গাপুর থানার শিবাজি আমতলা এলাকার শিবাজি রোডে। দোকান মালিকের অভিযোগ, রাতে দোকানের টিনের চাল কেটে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। এরপর দোকানের ইন্টারলক ভেঙে সিন্দুকটি বের করে নিয়ে যায় তারা। দোকান থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে জঙ্গলের মধ্যে সিন্দুকটি ফেলে দেওয়া হয়। সিন্দুকের লক ভেঙে ভিতরে থাকা সামগ্রী নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। সকালে দোকান খুলতে এসে বিষয়টি নজরে পড়ে মালিক পিন্টু পালের। তিনি জানান, দোকানের টিনের চাল কাটা ছিল এবং সিন্দুকটিও দোকানে ছিল না। পরে জঙ্গলের মধ্যে লক ভাঙাভাঙা অবস্থায় সিন্দুকটি উদ্ধার হয়। সিন্দুকের ভিতরে কোনও কিছুই ছিল না। চুরি যায় প্রায় ১৫ গ্রাম সোনার দুল, টপ ও আংটি। পাশাপাশি প্রায় ৩ কেজি রুপোর অলংকার এবং প্রায় এক কুইন্টাল কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র। সব মিলিয়ে চুরি যাওয়া সামগ্রীর মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। দোকান ও আশপাশের এলাকা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জঙ্গলে পড়ে থাকা সিন্দুকটিও খতিয়ে দেখেন পুলিশের আধিকারিকেরা। কীভাবে দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকল, কতজন ছিল এবং চুরির পর কোন পথে পালাল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

প্রোমোটর, ঠিকাদারদের সঙ্গে অতিরিক্ত সখ্যতায় অভিযুক্ত ২ বিজেপি বিধায়ক

বাঁকুড়া

প্রতিবেদন : তোলাবাজি-কাটমানি ইস্যুতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি কড়া বার্তাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দুই বিধায়কের কাজে বিজেপির অন্দরেই শুরু হয়েছে আলোচনা। এদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই জেলা নেতৃত্বের তরফে রাজ্যে রিপোর্ট গিয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে। দলের মণ্ডল সভাপতিদের সঙ্গে বিধায়কদের বিরোধ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন জেলা নেতৃত্ব। পুলিশ ও প্রশাসনিক কর্তারাও দু'তিনজন বিধায়কের কাজকর্ম নিয়ে উপরমহলে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে খবর। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, সকলের উপর নজর রাখা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গঙ্গাজলঘাটির একটি সিমেন্ট কারখানায় লোক ঢোকানো নিয়ে এক বিধায়ক ফরমান দেন, তাঁর অনুগামীদের নিয়োগ না করলে ৩০০ লোক নিয়ে ওই সিমেন্ট কারখানা ঘেরাও করা হবে। বিষয়টি নিয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষ বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের দ্বারস্থ হন। জেলার পুলিশকর্তারা বিষয়টি গঙ্গাজলঘাটি থানাকে দেখার নির্দেশ দেন। গঙ্গাজলঘাটির ওই সিমেন্ট কারখানাটি অভিযুক্ত বিধায়কের এলাকা নয়। অন্য বিধানসভা এলাকায় কেন তিনি মাতব্বরি করতে যান, তা নিয়ে পুলিশ-প্রশাসনের পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্বও প্রশ্ন তুলেছেন। জেলার অন্য এক বিধায়কের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি কিছুদিন আগে ট্রাক মালিকদের সংগঠনকে হুঁশিয়ারি দেন বলেও অভিযোগ। ওই সংগঠনের আওতায় প্রচুর ট্রাক আছে। জেলার শিল্পাঞ্চলে কোন ট্রাক কত পণ্য পরিবহণ করবে তা ওই সংগঠন ঠিক করে। প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন হয় সংগঠনটির মাধ্যমে। সেই টাকার ভাগ নিতে বিজেপির একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে চরম কোন্দল শুরু হয়েছে। যেখানে নাক গলান ওই বিধায়ক ঘনিষ্ঠ। ১০০ ট্রাক মালিককে পণ্য পরিহণের বরাত দিতে হবে বলে হুমকিও দেন। জেলার কয়েকজন বিধায়ক প্রোমোটর, ঠিকাদারদের সঙ্গে অতিরিক্ত সখ্যতা রেখে চলছেন বলে দলের নেতা-কর্মীরাই অভিযোগ তুলেছেন।

জলবন্দি মানুষের প্রশ্ন, পরিবর্তনের সরকার শুধু উচ্ছেদেই ব্যস্ত থাকবে!

পানীয় জলের অভাব বন্ধ বিদ্যুৎ পরিষেবাও

প্রতিবেদন : চণ্ডীপুর ব্লকের ১১৬বি জাতীয় সড়ক লাগোয়া বৃন্দাবনপুরে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সাপ্লাই অফিস রবিবার থেকে কোমরসমান জলের তলায়। এখান থেকেই চণ্ডীপুর ব্লক, ভগবানপুর-১ ও খেজুরি ব্লকের একাংশে বিদ্যুৎ সরবরাহ চলে। কিন্তু সাবস্টেশন অকেজো থাকায় চণ্ডীপুরে পানীয় জলের হাহাকার পড়ে গিয়েছে। রেয়াপাড়া ও হেঁড়িয়া সাবস্টেশন থেকে কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হলেও বেশিরভাগ জায়গা এখনও বিদ্যুৎহীন। ব্লকের ৯টি পঞ্চায়েতের কয়েক হাজার পরিবার জলবন্দি। ফলে ক্ষুব্ধ চণ্ডীপুরের বাসিন্দারা। তাঁদের কথায়, ঠিকমতো খাল সংস্কার না হওয়ায় পুরো চণ্ডীপুর প্লাবিত। মগরাজপুর, নরখাল, কুমিরমারি, ধান্যশ্রী ও নাড়াদাঁড়ি খাল ঠিকমতো সংস্কার করলে সমস্যায় পড়তে হত না।

তাঁদের বক্তব্য, পরিবর্তনের সরকার আর্থমুভার দিয়ে কি শুধু উচ্ছেদ অভিযানই চালাবে? স্থানীয়দের দাবি, এই এলাকার জল হলদি নদীতে ফেলার ব্যবস্থা হলে নিকাশি সমস্যার অনেকটাই সমাধান হত।

জলে ভাসছে বৃন্দাবনপুরের বিদ্যুৎকেন্দ্র।

তারাপীঠের অগ্নিকাণ্ডে ধৃত হোটেল মালিক, ম্যানেজার

প্রতিবেদন: তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে দুই শিশু-সহ ৯ জন পর্যটকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় কড়া পদক্ষেপ করল পুলিশ। হোটেলের অকেজো অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সারানোর ব্যবস্থা না করা ও একাধিক গাফিলতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় হোটেল মালিক প্রবীর পাল এবং তাঁর ছেলে তথা ম্যানেজার কল্যাণ পালকে। মঙ্গলবার ধৃতদের রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে বিচারক ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

20 August, 2026 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

ডুয়ার্সের জঙ্গল-ঘেরা এলাকায় ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ। বুধবার সকালে স্থানীয়েরা চিতাবাঘটিকে দেখতে পান। খবর দেন বনদফতরে। পরে চিতাবাঘটি নিজেই চা-বাগান লাগোয়া জঙ্গলের দিকে পালিয়ে যায়

দীর্ঘ অপেক্ষার পরও শতাধিক রোগী পেলেন না চিকিৎসা, জলপাইগুড়ির দুই হাসপাতালে ক্ষোভ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কেটেও চিকিৎসকের দেখা না পেয়ে ফিরে যেতে হল রোগীদের। বুধবার ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের এমনই এক অব্যবস্থাপনার ছবি সামনে আসায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে রোগীদের উপচে পড়া ভিড় ছিল। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে বহু মানুষ টিকিট সংগ্রহ করেন। কিন্তু চিকিৎসকের চেম্বারে গিয়ে অনেকেই দেখেন চিকিৎসক অনুপস্থিত। পরিষেবা না পেয়েই রোগীদের খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়। ভুক্তভোগীদের একাংশের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালে এই ভোগান্তির কারণে বাধ্য হয়েই তাঁদের চড়া মূল্যে বেসরকারি চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, প্রতি মাসের ৯ ও ১৯ তারিখ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজিত হয়। নিয়মিত রোগীদের পাশাপাশি এদিন গর্ভবতী মহিলা ও তাঁদের পরিজনদের ভিড় থাকায় স্বাভাবিকের চেয়ে রোগীর চাপ ছিল অনেক বেশি। হাসপাতালের ওপিডি বিল্ডিংয়েই সমস্ত পরিষেবার চাপ সামলাতে গিয়েই এই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এই বিষয়ে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচ সিতেশ বর বলেন, টিকিট কেটে ডাক্তার না পেয়ে রোগীদের ফিরে যাওয়ার ঘটনা কাম্য নয়। আমাদের ওপিডিতে সাধারণত তিনজন ও ইমারজেন্সিতে একজন চিকিৎসক থাকেন, এছাড়া টেলিমেডিসিন পরিষেবাও চালু রয়েছে। তবে আজ ডিউটিতে আসার পথে একজন চিকিৎসক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় সাময়িক সমস্যা হয়েছে। বিকল্প হিসেবে পিএসসি থেকে চিকিৎসক আনার প্রক্রিয়া চলছে।

তিনি আরও জানান, অতিরিক্ত গরম এবং বিশেষ স্বাস্থ্য ক্যাম্পের কারণেই এই ভিড় হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের সমস্যার সমাধানে কর্তৃপক্ষ বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। বিএমওএইচ-এর আশ্বাস, আগামী দিনে বিশেষ ক্যাম্পের দিনগুলোতে সাধারণ ও বিশেষ রোগীদের জন্য আলাদা টিকিট কাউন্টার চালুর ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া আবহাওয়া পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আরও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অপরদিকে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি বিভাগে চিকিৎসক না থাকার জেরে চরম ভোগান্তির শিকার হলেন রোগীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নিয়ম অনুযায়ী হাসপাতালের জরুরি বিভাগে সব সময় চিকিৎসক উপস্থিত থাকার কথা। তবে অভিযোগ, প্রায় দিনই এই নিয়ম মানা হয় না। এদিন সকালে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা হাসপাতালে এসে দেখেন ইমার্জেন্সি বিভাগ ফাঁকা, সেখানে কোনও চিকিৎসক নেই। দীর্ঘ প্রায় ৪৫ মিনিট পর সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক এসে পৌঁছন বলে অভিযোগ। জরুরি বিভাগে চিকিৎসার এই দীর্ঘ বিলম্বের কারণে রোগীর স্বজনেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য, আপৎকালীন বিভাগে এ ধরনের গাফিলতি রোগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সমান।

অবিলম্বে হাসপাতালের এই অব্যবস্থা দূর করে পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন রোগীর পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

ময়নাগুড়ির হাসপাতালে রোগীদের দীর্ঘ লাইন। বুধবার।

পুরসভার অচলাবস্থা, পেনশন চিকিৎসার দাবিতে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : শতাব্দীপ্রাচীন জলপাইগুড়ি পুরসভার স্বাভাবিক কাজকর্ম ফের সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে পড়ল। বকেয়া পেনশন এবং অন্যান্য প্রাপ্য আর্থিক পাওনার দাবিতে মঙ্গলবার পুরসভার দুটি প্রধান প্রবেশদ্বার বন্ধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। গত সপ্তাহের পর এটি তাঁদের দ্বিতীয় দফার আন্দোলন। দীর্ঘদিন ধরে পেনশন বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্মীরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁদের মধ্যে অন্তত জনা দশেক কর্মী বর্তমানে ক্যান্সার-সহ একাধিক গুরুতর রোগে আক্রান্ত। চিকিৎসাধীন এই সমস্ত প্রবীণ কর্মীর জীবন এখন আক্ষরিক অর্থেই অনিশ্চয়তার মুখে।

আন্দোলনরত প্রবীণ কর্মী সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত কান্নায় ভেঙে পড়ে জানান, বিশ্বাস করুন, আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। আমাদের মধ্যে আট-দশজন ক্যান্সার আক্রান্ত। কীভাবে চলবে তাঁদের চিকিৎসা? খাব কী? আমরা তো দূরদূরান্তের কোনও দাবি নিয়ে আসিনি, কেবল আমাদের ন্যায্য পাওনা ও পেনশনের দাবি জানাচ্ছি। অন্যদিকে, এই বকেয়া পেনশন ও পৌরসভার বর্তমান অচলাবস্থা নিয়ে পুরবোর্ডের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শহরের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছে, পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ হওয়ার পর থেকেই তাঁর নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রশাসনিক ও আর্থিক সংকটের জেরে একদিকে যেমন পুরসভার দৈনন্দিন পরিষেবা লাটে উঠেছে, তেমনই অন্যদিকে প্রবীণ পৌর কর্মীদের এই আন্দোলন জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক আরোহীর

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : বেপরোয়া লরির ধাক্কায় প্রাণ হারাল এক মোটরসাইকেল আরোহী যুবক। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর অপর দুই বন্ধু। বুধবার ইটাহার থানার অন্তর্গত ইটাহার-চাঁচল রাজ্য সড়কের চাকলা ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম আজগর আলি। বাড়ি ইটাহারের কাপাশিয়া অঞ্চলের চন্দনপুর গ্রামে। এদিন আজগর তাঁর দুই বন্ধুকে নিয়ে মোটরসাইকেলে চেপে ইটাহার-চাঁচল রাজ্য সড়ক ধরে ইটাহারের দিকে আসছিলেন। চাকলা ব্রিজের কাছে পৌঁছালে পিছন দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসা একটি লরি তাঁদের বাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার তীব্রতায় বাইক থেকে ছিটকে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনজনই। বিকট শব্দে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত ইটাহার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা আজগর আলিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি দুজনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। খবর পেয়ে ইটাহার থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মর্গে পাঠায়। ঘাতক লরিটিকে চিহ্নিত করতে ও চালককে আটক করতে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকায়।

নাগরাকাটায় হাতির হানায় মৃত্যু যুবকের

প্রতিবেদন : নাগরাকাটায় হাতির তাণ্ডবে একের পর এক মৃত্যু। ক্ষয়ক্ষতিতে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকাবাসী। সোমবার হাতি তাড়াতে গিয়ে ওয়াচ টাওয়ার থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যুর শোক কাটতে না কাটতেই, মঙ্গলবার গভীর রাতে একটি দলছুট দাঁতাল হাতি আক্রমণ চালাল স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। হাতির হানায় স্কুল ভবনটির মারাত্মক ক্ষতি হওয়ায় পঠনপাঠন নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। মৃত যুবকের নাম সুনীল ওরাওঁ (৪০), বাড়ি সুলকাপাড়া বাজারে। গত সোমবার রাতে সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাড়টন্ডু বস্তিতে নিজের ৬ বিঘা জমির ধান খেত বাঁচাতে ওয়াচ টাওয়ারে পাহারা দিচ্ছিলেন তিনি। গভীর রাতে প্রায় ৩০টি হাতির একটি দল তাঁর জমির দিকে ধেয়ে আসতে দেখে তড়িঘড়ি টাওয়ার থেকে নামতে যান সুনীল।

দিল্লি দরবার
20 August, 2026 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রশ্নফাঁস রুখতে এনটিএ-র প্রযুক্তিগত সংস্কারের সুপারিশ বাস্তবায়িত করতে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা জানতে চাইল শীর্ষ আদালত। পরামর্শ দিয়েছে ঘনঘন কমিটি পরিবর্তনের বদলে অর্থপূর্ণ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার

কুকুরের মুখোশ পরে অভিনব প্রতিবাদ মধ্যপ্রদেশের পুরসভায়

ভোপাল: এমন অভিনব প্রতিবাদ সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গিয়েছে কি? বোধহয় না। কুকুরের নির্বীজকরণ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি এবং কুকুর কামড়ানোর ঘটনা আশঙ্কাজনক ভাবে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদ জানানো হল কুকুরের মুখোশ পরে। মধ্যপ্রদেশের খান্ডোয়া বা খারগোঁ পুরসভায় দেখা গেল এমন অভিনব প্রতিবাদ। উদ্যোক্তা পুরসভার বিরোধী দলনেতা। কুকুরের মুখোশধারীব প্রতিবাদকারীকে দেখে বুধবার অবাক হয়ে যান পুরকর্তা থেকে শুরু করে পুরকর্মী এবং সাধারণ নাগরিকরা। বিরোধী দলনেতা দীপক রাঠোর ক্ষোভের সঙ্গে বললেন,কুকুরের নির্বীজকরণের নামে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে খান্ডোয়ায়। এই খাতে বিলের অঙ্ক দাঁড়িয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা। এই বিশাল দুর্নীতি মানুষের সামনে তুলে ধরতেই অভিনব প্রতিবাদ। তাঁর শ্লেষাত্মক মন্তব্য, এই প্রতিবাদ জানাতেই দিল্লি থেকে এসেছেন আমাদের 'ডগি ব্রাদার'। কী বলছেন কুকুরের মুখোশপরা প্রতিবাদী ডগি ব্রাদার? যা কিছু হয়েছে তার জন্য আসলে দায়ী পুরকর্তৃপক্ষ। আমরা সুবিচার চাই জেলাশাসকের কাছে। আমরা বিশ্বাস করি, সুবিচার পাবই।

নির্বীজকরণের নামে দুর্নীতি

কী উত্তর দেবে বিজেপি সরকার?

বিহারে মিড-ডে মিলে নুনের বদলে ডিটারজেন্ট, অসুস্থ ৪০

নালন্দা: এই ভুলের কোনও ক্ষমা হয়? ভুল স্বীকার করলেই কি মুছে দেওয়া যায় মারাত্মক গাফিলতির অপরাধ? এই প্রশ্নের মুখেই দাঁড় করিয়ে দিল বিজেপি শাসিত বিহারের নালন্দা জেলার পারসা মিডল স্কুলের ট্র্যাজেডি। ভাবা যায়, মিড-ডে মিলের খাবারে নুনের বদলে দেওয়া হয়েছিল ডিটারজেন্ট পাউডার বা সাবানের গুঁড়ো! মঙ্গলবার সেই মিড ডে মিল খেয়েই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে স্কুলের অন্তত ৪০ জন শিশু। বিজেপির শাসনে শিশুস্বাস্থ্য কতটা অবহেলিত এবং দাঁড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে, এই ঘটনাতেই তা প্রমাণিত। অসুস্থ শিশুদের দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় বিহারশরিফ সরকারি হাসপাতালে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, স্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্র সিং যখন দাবি করছেন, কর্মীরা ভুলবশত নুনের বদলে সাবানের গুঁড়ো পরিবেশন করে ফেলেছিলেন, তখন এই বক্তব্য পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছেন নালন্দা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হেমচন্দ্র। খাবারে ডিটারজেন্ট মেশানোর যে অভিযোগ, অভিভাবকদের পক্ষ থেকে বা শিশুদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তা এখনই মেনে নিতে রাজি নন তিনি। তাঁর কথায়, মেডিক্যাল

রিপোর্ট এবং তদন্ত রিপোর্ট না এলেই কিছুই বলা যাবে না। সন্দেহটা এখানেই। প্রধান শিক্ষক যেখানে নুনের বদলে ডিটারজেন্ট পরিবেশনের তত্ত্ব খাড়া করছেন, জেলা শিক্ষা আধিকারিক তা মানতে চাইছেন না কেন? তা হলে কি এর নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য আছে? নাকি আসল ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার মতলবে ইচ্ছে করেই পরস্পর বিরোধী কথা বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে? যদি ভুল করেই ডিটারজেন্ট দেওয়া হয়, তা হলে প্রশ্ন ওঠে বিহারের বিজেপি শাসনে শিক্ষাব্যবস্থা কতটা রসাতলে গেলে গাফিলতির মাত্রা এমন ভয়াবহ হয়। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন অভিভাবকরা? আতঙ্কিত পড়ুয়ারা। অভিযোগের আঙুল উঠেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের দিকে।

প্রধান শিক্ষকের বয়ান অনুযায়ী, রান্নাঘরে ৩ জন রাঁধুনির মধ্যে বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন করছিলেন এক মহিলা। কয়েকজন বাচ্চা অতিরিক্ত নুন চাইলে একজন কর্মী ডিটারজেন্ট পাউডারের বোতলকে নুনের বোতল ভেবে ভুল করে সেই পাউডার দিয়ে ফেলেন শিশুদের পাতে। তিনি জানান, মিড-ডে মিলের খাবার সরবরাহ করে একটি এনজিও।

মঙ্গলবার স্কুলে মিড-ডে মিল খাওয়ার পরেই মারাত্মক গলা জ্বালা এবং পেট ব্যথা শুরু হয় পড়ুয়াদের। একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুরা। নালন্দার সিভিল সার্জন জয়প্রকাশ সিং নিশ্চিত করেছেন, এটি ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনা। আপাতত সকলেই স্থিতিশীল। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছাত্রী জানায়, ভাতের সঙ্গে আলু-সোয়াবিনের তরকারি পাতে পড়তেই নাকে আসে ডিটারজেন্টের গন্ধ।

মন্ত্রী শ্রবণ কুমার জানিয়েছেন, বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে কোনও আপস নয়। তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গাফিলতি প্রমাণিত হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিজেপির মধ্যপ্রদেশেও স্কুল পড়ুয়ারা আন্দোলনে, মাথা নোয়াল প্রশাসন

ভোপাল: যোগীরাজ্যের রাজধানী লখনউয়ের প্রতিবাদী স্কুল ছাত্রীদের আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ এবারে ছড়িয়ে পড়ল আর এক বিজেপি শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশে। নিজেদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ক্লাসরুম থেকে রাস্তায় নামল স্কুলপড়ুয়ারা। ন্যায্য দাবি নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াল প্রশাসনিক কর্তাদের। কোনও ছাত্র সংগঠন বা রাজনৈতিক দলের মদত ছাড়াই পড়ুয়ারা রুখে দাঁড়াল বঞ্চনা এবং অবিচারের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাপে বিজেপি। কার্যত মাথা নোয়ালেন সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী।

বাস ভাড়া বৃদ্ধি, শহর থেকে দূরে বিদ্যালয় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা এবং একাধিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধীনে নিয়ে আসার প্রস্তাব—প্রথম দর্শনে এই বিষয়গুলোর মধ্যে কোনও প্রত্যক্ষ মিল না থাকলেও চলতি সপ্তাহে মধ্যপ্রদেশে তা মিলিয়ে দিয়েছে এক সূত্রে। প্রতিটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে এসেছে বিদ্যালয় পড়ুয়ারা, ছেড়েছে শ্রেণিকক্ষ এবং সরাসরি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই আন্দোলনের পেছনে কোনও ছাত্র সংগঠন, শিক্ষক সমিতি কিংবা রাজনৈতিক দলের

হাত ছিল না। কৈশোরে পা রাখা খুদে শিক্ষার্থীরাই নিজেদের অধিকার রক্ষায় এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছে।

প্রথম প্রতিবাদটি গড়ে ওঠে বিদিশা জেলার সিরোঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে। কন্যা হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের ভরসা বেসরকারি বাসগুলোর ভাড়া হঠাৎ করেই ১০-১৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫ টাকা করা হয়। ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্রীরা। গত ১২ অগাস্ট ছাত্রীরা বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হয়। ফেটে পড়ে ক্ষোভে। দাবি করে স্থানীয় বিধায়ক উমাকান্ত শর্মার হস্তক্ষেপ। শিক্ষার্থীদের বক্তব্য ছিল, এই বর্ধিত ভাড়া তাঁদের নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। খবর পেয়ে মহকুমা শাসক ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টির সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা তখনকার মতো শান্ত হয়। পরবর্তীকালে প্রশাসন ও বাস মালিকদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্রী ভাড়ার ক্ষেত্রে আগের হারই বহাল থাকবে। অন্যদিকে, উজ্জয়িনীতে প্রতিবাদ ছিল অন্য এক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। শহরের সরাফা, মহাকাল ময়দান, মহারাজবাড়া ও জয়সিংহপুরের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার ৬টি বিদ্যালয়-সহ মোট ১১টি বিদ্যালয়কে শহর থেকে প্রায় ৬ থেকে ১০ কিলোমিটার দূরের দৌড়খেড়ির সন্দীপনি বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয় রাজ্য সরকার। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রায় ২,৫০০ শিক্ষার্থী অত্যন্ত দুর্ভোগে পড়বে বলে অভিযোগ করে পড়ুয়ারা। এরই প্রতিবাদে গত ১৪ অগাস্ট সরাফা স্কুলের ৩০০-র বেশি ছাত্রী উজ্জয়িনী কালেক্টরেটের সামনে ঘন্টা দুয়েক ধরে অবস্থান ধর্মঘট করে। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারের সন্তান এই ছাত্রীদের বক্তব্য, বিদ্যালয়টি মূল সড়কের ওপর হওয়ায় যাতায়াত নিরাপদ। কিন্তু দূরের দুর্গম স্থানে নতুন স্কুলে যেতে পরিবহন খরচ ও নিরাপত্তা—দুই নিয়েই বিপাকে পড়তে হবে। শিক্ষার্থীদের এই জোরালো প্রতিবাদের পর মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের নির্দেশে সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান দীপকের

নয়াদিল্লি: কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করলেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না মন্ত্রীকে। নিজের দল রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া(এ) তে যোগ দেওয়ার জন্য দীপকেকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস অঠওয়ালে। দীপকের পালটা জবাব, একমাস আগেও তো আপনার চোখে আমি দেশদ্রোহী ছিলাম। যাঁকে দেশদ্রোহী বলে মনে করছেন তাঁকেই আবার প্রস্তাব দিচ্ছেন এনডিএ-তে যোগ দিতে? লক্ষণীয়, রামদাসের দল রিপাবলিকান পার্টি বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের শাসকগোষ্ঠী এনডিএ-র শরীক। দীপকের মুখের উপরে জবাবে নিঃসন্দেহে গভীর অস্বস্তিতে বিজেপিও।

এসআইআর: কণ্ঠরোধ রাজ্যসভায়

নয়াদিল্লি: মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের কণ্ঠরোধের গুরুতর অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। সমাজ মাধ্যমে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, একবার নয়, পরপর দু'বার আমি এসআইআর নিয়ে বলতে চেয়েছিলাম রাজ্যসভায়। কিন্তু প্রতিবারই নানা আছিলায় আমায় বলতে দেওয়া হয়নি। অথচ রাজ্যের লাখ লাখ মানুষ এদেশের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও বাদ দেওয়া হয়েছে তাঁদের নাম। ভোট দিতে পারেননি তাঁরা। সামিরুল ইসলাম সাফ জানিয়েছেন, এ নিয়ে তৃণমূলের লড়াই চলবে। গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে দলমত নির্বিশেষে এই পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি এবং অন্য বিষয়গুলো দ্রুত শেষ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন বিধায়ক বাবর আলি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে ভারতের অবস্থানকে কার্যত সমর্থন করে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর। বুধবার শ্রীনগরে গিয়ে তিনি বলেন, জম্মু-কাশ্মীর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সার্জিওর এই মন্তব্য ভারত-পাক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইঙ্গিতবহ

ইন্টারনেটে সেন্সরশিপের জেরে প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে ব্লক একটি কন্টেন্ট, ৫ মাসে নির্দেশ প্রায় ২ লক্ষ

প্রতিবাদী গণ-আন্দোলনে ভীত মোদি সরকার

নয়াদিল্লি: চলতি বছরের মার্চ থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ভারতে অনলাইন কন্টেন্ট বন্ধ রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয়তা অভূতপূর্ব মাত্রায় পৌঁছেছে। এই পাঁচ মাসে মোদি সরকারের তরফে গড়ে প্রতি ৬৮ সেকেন্ডে একটি করে কন্টেন্ট ব্লকিং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা দিনে প্রায় ১,২৭৫টি এবং পাঁচ মাসে মোট প্রায় ১.৯৫ লাখের সমান।

দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে যখন হাজার হাজার শিক্ষার্থী আন্দোলনে নেমেছিলেন— বিশেষ করে জুন ও জুলাই মাসে দিল্লির যন্তর মন্তরে বৃহত্তম প্রতিবাদ চলাকালীন সময়ে ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও ইউটিউবের কন্টেন্ট সরাতে মোদি সরকারের এই নির্দেশের বন্যা বয়ে যায়। তথ্য জানার অধিকার (আরটিআই) আইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, এর আগের বছর অক্টোবর ২০২৪ থেকে অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে যেখানে ১৯টি প্ল্যাটফর্মে 'সহযোগ' পোর্টালের মাধ্যমে মোট ২,৩১২টি ব্লকিং অর্ডার বা দিনে গড়ে ছয়টি নির্দেশ পাঠানো হতো, সেখানে চলতি বছরে সেই সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক বরিষ্ঠ সরকারি আধিকারিক জানান, বিশেষ করে ইনস্টাগ্রামে এই ধরনের নির্দেশের সিংহভাগই জারি করা হয়েছিল আন্দোলন চরম আকার ধারণ করার সময়। বিশেষত ২০ জুলাইয়ের পর, যখন দিল্লি পুলিশ বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীদের ওপর কঠোর বলপ্রয়োগ করে। তার পরপরই সংবাদমাধ্যম ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক সংস্থা ও বিভাগ থেকে এই ব্লকিং অর্ডারের ঢেউ আসে।

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের (জেন জি, ওয়াই ও এক্স) মধ্যে অনলাইন কন্টেন্টের প্রভাব বুঝতে পেরে মেটা-মালিকানাধীন ইনস্টাগ্রামের ওপর বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে মোট ব্লকিং নির্দেশের অর্ধেকেরও বেশি বা প্রায় ১ লাখের মতো নির্দেশ শুধুমাত্র ইনস্টাগ্রামের কাছেই গেছে। অন্যদিকে ফেসবুককে দেওয়া হয়েছে প্রায় ৮০,০০০ এবং ইউটিউবকে দেওয়া হয়েছে ১৫,০০০ নির্দেশ। তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) আইন, ২০০০-এর ৭৯(৩)(বি) ধারার আওতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

'সহযোগ' পোর্টালের মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির বিভিন্ন সংস্থা এই আদেশ জারি করেছে। নতুন সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টার বদলে মাত্র ৩ ঘণ্টার মধ্যে কন্টেন্ট সরানোর বাধ্যবাধকতা পূরণ করতে মেটা তাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই)-কে 'সহযোগ' পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করেছে। এর ফলে কোনও মানুষ পর্যালোচনার আগেই সরকারি নির্দেশে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কন্টেন্ট মুছে যাচ্ছে।

এই বিপুল ব্লকিং নির্দেশের বাইরেও আইটি আইনের ৬৯(এ) ধারার আওতায় আলাদাভাবে জাতীয় নিরাপত্তা বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দোহাই দিয়ে অনলাইন সেন্সরশিপ চালানো হচ্ছে। গত জুলাইয়ে দ্য ওয়্যার-এর দুটি প্রতিবেদন (যার একটি ছিল কারাবন্দি গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইকে মার্কিন আদালত কর্তৃক অভিযুক্ত করার ওপর একটি ভিডিও) মেটা কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম থেকে মুছে দেয়। এছাড়া কাশ্মীর সংক্রান্ত সংবাদ ও আন্দোলনকারীদের নানা পোস্ট দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়। 'ককরোচ জনতা পার্টি'র (সিজেপি) সদস্য, অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ জুবায়ের এবং রাজনৈতিক কন্টেন্ট ক্রিয়েটর সৃষ্টি খান্নার কন্টেন্ট সরাতে বা স্থগিত করতে দেখা গেছে। ইন্ডিয়ান ইউথ কংগ্রেস, সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাস, স্ক্রোল ডট ইন এবং দ্য হিন্দু-র বিভিন্ন অনলাইন পোস্টও ভারতে ব্লক করা হয়। এমনকী চলতি আগস্ট মাসে অরুণাচল প্রদেশের তাকসিং গ্রামে চিনা সেনার অনুপ্রবেশের অভিযোগ সম্পর্কিত দ্য ওয়্যার-এর প্রতিবেদন ইনস্টাগ্রাম ভারতে ব্লক করে রেখেছে। খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত নিখিল গুপ্তার মামলার শুনানির সংক্রান্ত খবরও ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে অবরুদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের তথ্যপ্রযুক্তি নিয়মে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক যে সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছে, তার মাধ্যমে কেবল সংবাদ প্রতিষ্ঠান নয়, সাধারণ নাগরিক যাঁরা খবর বা সমসাময়িক বিষয় অনলাইনে শেয়ার করেন, তাঁদের ওপরও সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, অনলাইন প্রচারের জেরে গড়ে ওঠা গণ-আন্দোলনের অভিঘাতকে কি ভয় পেতে শুরু করেছে মোদি সরকার?

আফ্রিকার সোনার খনিতে ধস, মৃত ৩০

নানা-মামবেরে: আফ্রিকার সোনার খনিতে ধস নেমে বড় বিপত্তি। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমাঞ্চলে একটি স্বর্ণখনিতে ধস নেমে অন্তত ৩০ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আরও অনেকে আটকা পড়েছেন। যদিও এই প্রথম নয়, এর আগেও আফ্রিকার সোনার খনিতে ধসের ফলে বেশ কয়েক জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে নানা-মামবেরে অঞ্চলের আব্বা এলাকায় সাধারণ প্রযুক্তিনির্ভর ও আয়তনে ছোট ওই খনিটি ধসে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই অঞ্চলে আটকে পড়া শ্রমিকদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। তবে যত সময় যাচ্ছে তাঁদের জীবিত অবস্থায় উদ্ধারের সম্ভাবনা ক্রমশ কমে আসছে বলেও জানিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। ঘটনার পর ডেপুটি মেয়র সুলেমান বি জানিয়েছেন, উদ্ধারকারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় ধসে পড়া খনি থেকে ৩০টি দেহ উদ্ধার করেছেন। কয়েক জন শ্রমিককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের উদ্ধারে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও সাধারণ বাসিন্দাদের সাহায্য করার আবেদন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার বেশ কিছু ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে যেখানে দেখা গিয়েছে, হতাহতদের বেশির ভাগই তরুণ যুবক এবং মহিলা। গর্ত থেকে কাদামাখা দেহ তোলা হয়েছে তাঁদের। হতাহতদের পরিবারের জন্য সাহায্য পাঠানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সরকারের মুখপাত্র এভারিস্ট এনগামানা।

মধ্য আফ্রিকার ওই অঞ্চলে ছোট খনিতে প্রায়ই ধস নামে। এমতাবস্থায় খনি শ্রমিকদের কাছে পর্যাপ্ত সুরক্ষাব্যবস্থা থাকে না এবং এসব দুর্ঘটনায় প্রায়শই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। গত সপ্তাহে জোহানেসবার্গ থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে প্লাটিনাম উত্তোলনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত রুস্টেনবার্গ শহরের কাছে ধস নেমে কমপক্ষে ১৪ জনের মৃত্যু হয়।

মোদির কেন্দ্র বারাণসীতে রাস্তায় জঞ্জাল ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন সাফাইকর্মীরা

বারাণসী: ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি, সময়মতো বকেয়া মেটানো এবং সামাজিক সুরক্ষার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতে অভিনব প্রতিবাদে শামিল হলেন চুক্তিভিত্তিক সাফাই কর্মীরা। বারাণসী পুরনিগমের (ভিএমসি) অধীনস্থ বেসরকারি এজেন্সির মাধ্যমে নিযুক্ত প্রায় একশো জন কর্মী বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএইচইউ) মালব্য চৌরাস্তার কাছে সংগৃহীত আবর্জনা রাস্তায় ফেলে বিক্ষোভ দেখান, যার ফলে দীর্ঘক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয়।

সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক হওয়া ২৯ বছর বয়সি সানি কুমার রাওয়াতের মতো তরুণ কর্মীদের অভিযোগ, মাসে মাত্র ১০,৭০০ টাকা নির্দিষ্ট বেতন পেয়ে দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে প্রতি মাসে প্রায় আড়াই হাজার টাকা জ্বালানি খরচ এবং সন্তানদের পড়াশোনার খরচ মিটিয়ে নুন আনতে পান্তা ফুরায়। কর্মীদের ক্ষোভের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের একটি পূর্ব-প্রতিশ্রুতি।

গত অক্টোবরে এক অনুষ্ঠানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সাফাই কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে ১৬,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত সরাসরি অ্যাকাউন্টে দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে তার প্রতিফলন মেলেনি। এমনকী অনেক কর্মীর দু'মাসের বেতনও আটকে রাখা হয়েছিল। অবশ্য এই বিক্ষোভের পরেই বিপদ বুঝে চাপের মুখে বারাণসী পুরনিগম ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া নতুন ভাতা কাঠামোর কথা জানায়। নতুন এই বিন্যাসে মহার্ঘ ভাতা সহ চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩,০০৬ টাকা, এবং আটকে থাকা

চাপের মুখে ভাতা বৃদ্ধির আশ্বাস

দু'মাসের বকেয়া পরিশোধ ও আয়ুষ্মান ভারত ও 'নমস্তে' সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্ত পুর কমিশনার সবিতা যাদব সাফাই কর্মীদের কোনওরকম বিভ্রান্তিতে না পড়ার অনুরোধ জানিয়ে এই বর্ধিত হারেই সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন। কর্মীদের দাবি, অন্তত ১৮,০০০ টাকা নির্দিষ্ট বেতন আবশ্যক।

তবে শুধু বেতনের অঙ্কই নয়, এই আন্দোলনের মাধ্যমে উঠে এসেছে সাফাই কর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য ও শোষণের কথা। প্রতি মাসে প্রভিডেন্ট ফান্ড ও ইএসআইসি বাবদ কর্মীদের বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়া হলেও কোনও পরিচয়পত্র বা নথিপত্র না মেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পান না তাঁরা; অসুস্থতায় বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে জমানো টাকা খোয়াতে হয়। অথচ স্থায়ী সাফাই কর্মীরা যেখানে ৪০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা এবং অ্যাড-হক কর্মীরা ১৮,০০০ থেকে ২১,০০০ টাকা বেতন পান, সেখানে একই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও কঠোর পরিশ্রম করেও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা পান অনেক কম। দিনে দুবার করে ছবি তুলে অনলাইন অ্যাটেনডেন্স দেওয়ার জটিল নিয়ম, সাপ্তাহিক ছুটির অভাব এবং ভিআইপি সফরের সময় বাড়তি কাজ করেও অতিরিক্ত ভাতা না পাওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। বি কম পাস এবং আইটিআই পাশ করা প্রেম কুমারের মতো অনেক শিক্ষিত তরুণ বাধ্য হয়েই এই পেশায় এসেছেন, কিন্তু কাজ হারানোর ভয়ে এখনও মুখ খুলতে দ্বিধা বোধ করেন অনেকেই। পুরনিগমের সাম্প্রতিক ভাতা বৃদ্ধি সাময়িক সান্ত্বনা হলেও স্থায়ীকরণ, সচ্ছতা এবং সম্মানজনক জীবনযাত্রার দাবিতে তাঁদের এই অলিখিত লড়াই এখনও জারি রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থেকে প্রায় ১৩-১৭ কিমি দূরে অবস্থিত একটি সুন্দর ও শান্ত পাহাড়ি গ্রাম দুয়ারসিনি। কংসাবতী ও সাতগুড়ুম নদীর তীরে, দলমা পাহাড়ের ঘেরাটোপে এই অফবিট জায়গাটি নিস্তব্ধ প্রকৃতির কোলে ছুটি কাটানোর আদর্শ স্থান

রঙ্গোর হাতছানি

ভুটান সীমান্তের গা-ঘেঁষে ডুয়ার্সের কোলে লুকিয়ে থাকা এক অপূর্ব পাহাড়ি স্বর্গ হল 'রঙ্গো'। বড় আকর্ষণ হল আদিম ও নিপাট সৌন্দর্য। প্রকৃতির নিজ হাতে ফুটিয়ে তোলা এক নিখুঁত ক্যানভাস। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন। লিখলেন **সুনন্দা সাহা**

শিলিগুড়ি থেকে মাত্র সাতানব্বই কিলোমিটার দূরে, ভুটান সীমান্তের গা-ঘেঁষে ডুয়ার্সের কোলে লুকিয়ে থাকা এক অপূর্ব পাহাড়ি স্বর্গ হল কালিম্পংয়ের 'রঙ্গো'। ছোট্ট গ্রামটি যেন প্রকৃতির নিজ হাতে ফুটিয়ে তোলা এক নিখুঁত ক্যানভাস। এখানে পৌঁছলেই চারপাশের স্নিগ্ধতা নিমেষেই মন ভালো করে দেয়। রঙ্গোর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হল এর আদিম ও নিপাট সৌন্দর্য। সকালে ঘুম ভাঙলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালী ঝিলিক, যা যে কোন মানুষের মন কেড়ে নিতে পারে। তার পাশেই বয়ে চলা ঝালং নদীর কলতান সারাক্ষণ এক জাদুকরী সুর তৈরি করে। এখানকার পাহাড়ি পথ, পাইন বনের গন্ধ আর স্থানীয় মানুষের সরল জীবনযাত্রা ভ্রমণপিপাসুদের বারবার টেনে নিয়ে যায়।

যান্ত্রিকতা ও ব্যস্ততার ভিড় থেকে দূরে, প্রকৃতির একদম কাছাকাছি কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেওয়ার জন্য রঙ্গো এক আদর্শ ঠিকানা। মেঘ-পাহাড়ের অভাবনীয় সংমিশ্রণ, ভুটান সীমান্তের রোমাঞ্চ এবং ডুয়ার্সের বন্য রোমাঞ্চের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে এখানে।

শিলিগুড়ি বা নিউ মাল জংশন থেকে যাত্রা শুরু করলেই পাহাড়ের বাঁকগুলো স্বাগত জানাবে। যত ওপরের দিকে উঠবেন, বাতাসের শীতলতা আর সবুজের গভীরতা বাড়বে। গৈরিবাস থেকে ৭ কিলোমিটার খাড়া চড়াই পথ পেরিয়ে যখন পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত রঙ্গোতে পৌঁছাবেন, তখন মনে হবে আপনি পৃথিবীর এক গোপন স্বর্গে ঢুকে পড়েছেন। সিঙ্কোনা বাগানের জৌলুস আর নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্কের প্রবেশদ্বার হিসেবে এর পরিচিতি ভ্রমণপিপাসুদের মনে এক অদ্ভুত টান তৈরি করে।

পরিচয়হীন মেঘেদের সারি এখানকার আকাশে যেন সবসময় ঘুরে বেড়ায়। পাহাড় ঘেরা সবুজের মধ্যেই যদি নিজেকে খুঁজে পেতে চান তা হলে একবার আসতেই হবে। আচ্ছা তাও বাদ দিন! একবার ভেবে দেখুন দুটো দিন পাহাড়ি কোনও পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে চোখ কচলাতে কচলাতে যদি মোহময়ী সূর্যোদয় দেখতে পান, তা হলে কেমন লাগবে? আমি নিশ্চিত আমার মতো আপনিও আর ফিরতে চাইবেন না। ঠিক এই কারণেই রঙ্গো হতে পারে আপনার ঠিকানা।

রঙ্গোতে পৌঁছেই ব্যাগপত্র হোম-স্টেতে ফেলে রেখে সোজা চলে যান নদীর কিনারায়। ঝালং নদীর পাথুরে বুক চিরে বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ জল আপনার শরীরের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে দেবে। ওপরে নীল আকাশ, আর পাশে গভীর জঙ্গল-মাঝখানে আপনি একলা পথিক। নদীর ওপরের ছোট কাঠের সেতুটি যেন আপনাকে এক রূপকথার জগতে নিয়ে যাবে।

গ্রামের পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখবেন পাহাড়ি শিশুদের সারল্যমাখা হাসি আর রঙিন ফুল দিয়ে সাজানো কাঠের বাড়িগুলো। এখানকার মানুষদের আতিথেয়তা এতটাই নিখুঁত যে আপনার মনেই হবে না আপনি অচেনা কোনও জায়গায় আছেন। রাতে হোম-স্টের বারান্দায় যখন গরম কফি বা মোমোর প্লেট নিয়ে বসবেন, তখন চারদিকের নিস্তব্ধতা আপনার মনের কথাগুলো চেঁচিয়ে বলতে সাহায্য করবে।

যাঁরা ক্যামেরা হাতে হর্নবিল বা ব্রডবিল-এর মতো বিরল হিমালয়ান পাখির খোঁজে থাকেন, তাঁদের জন্য রঙ্গো হল ভূস্বর্গ। কুয়াশা মোড়া সকালে যখন পাখির ডাকে ঘুম ভাঙবে, তখন জানালার পর্দা সরালেই দেখবেন মেঘেরা আপনার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ার চেষ্টা করছে। বেরিয়ে পড়ুন লেমন গ্রাসের সুগন্ধী বাগানে। সিঙ্কোনা গাছ থেকে কীভাবে জীবনদায়ী ওষুধ তৈরি হয়, তার রহস্য উন্মোচন করতে একবার ঘুরে আসতেই হবে। দলগাঁও ভিউ পয়েন্ট থেকে নিচে তাকালে মনে হবে কেউ যেন পাহাড়ের বুক চিরে একগাছি সাদা ফিতে রেখে দিয়েছে। সেটাই হল জলঢাকা নদী। জিরো পয়েন্ট ও চিন বর্ডার ঘুরে আসা যায়। পাইন বনের রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে দু-ঘণ্টার এক রোমাঞ্চকর ট্রেক করলে দেখা মেলে সুদূর চিন সীমান্তের। যাঁরা একটু অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়, তাঁদের জন্য এটি দারুণ এক অভিজ্ঞতা।

ভারত-ভুটান সীমান্তের মেলবন্ধন রঙ্গো থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে বিন্দু-ভারত-ভুটান সীমান্তের শেষ জনপদ। এখানে জলঢাকা ব্যারেজের একদিকে ভারত আর অন্যদিকে ভুটান। পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধাপচাষ আর কমলালেবুর বাগান দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে যাবে। যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে বিন্দুর মাথা থেকে হিমালয়ের বরফশৃঙ্গগুলোর দেখা পাওয়া যেন সোনায় সোহাগা। হাতছানি দেয় রঙ্গো। সপরিবার ঘুরে আসতে পারেন।

কীভাবে যাবেন?

শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে ট্রেনে যেতে হবে নিউ জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে দূরত্ব ৯৭ কিমি। বড় গাড়ির ভাড়া ৪,৫০০ টাকা, ছোট গাড়ি ৩,৫০০ টাকা।

নিউ মাল জংশন থেকে ভাড়া কম। বড় গাড়ি ৩,০০০ টাকা আর ছোট গাড়ি ২,২০০ টাকা।

কোথায় থাকবেন?

আছে বেশকিছু হোটেল এবং হোমস্টে। থাকা-খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। ব্যাগে একটি হালকা জ্যাকেট অবশ্যই রাখবেন। কারণ কখন যে হাড়কাঁপানো হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করবে তা কেউ জানে না। সেই সঙ্গে হঠাৎ বৃষ্টির ঝাপটা থেকে বাঁচতে ছাতা কিংবা রেনকোট সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে নজর কাড়ছে ত্রিশা জলি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদের ডাবলস জুটি

এক নজরে বিশ্ব ময়দান...

২০৩০ পর্যন্ত বার্সেলোনায়। নিজের দেশের ক্লাবে ফিরে নতুন জার্সি হাতে রদ্রি।

ম্যাচে ১০ উইকেট, মানব সুতারকে সামনে রেখেই গলে টেস্ট জিতে মাঠ ছাড়ছে ভারতীয় দল।

কোর্টের বাইরে টেনিস তারকা সাবালেঙ্কার পোশাকও রয়েছে ভক্তদের চর্চায়।

লা লিগায় নামার আগে নতুন জার্সি পেলেন রিয়ালের কোচ হোসে মোরিনহো।

বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের মিক্সড ডাবলসের শেষ ষোলোয় ওঠার পথে তানিশা ও ধ্রুবর ভারতীয় জুটি।

চার দিনে দ্বিতীয়বার মাঠে জ্ঞান হারানোর পর জার্মান তারকা মুসিয়ালাকে সুস্থ করার চেষ্টা চলছে।

ডুরান্ডের রাঁচির বিরসা মুন্ডা স্টেডিয়াম সেজে উঠছে। আইএসএলেও নতুন ম্যাচ ভেন্যু।

মাঠে ময়দানে
20 August, 2026 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কমেন্ট্রি বক্সে লেগে গেল মুরলি কার্তিক ও সঞ্জয় মঞ্জরেকরের মধ্যে। গল টেস্টে শেষ দিনের ঘটনা

ত্রাতা গিল, ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ০ এসসি দিল্লি ০
(টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে জয়ী ইস্টবেঙ্গল)

টাইব্রেকার সহ গোটা ম্যাচে দুরন্ত গিল। তাঁর বিশ্বস্ত হাত রক্ষা করল দলকে। বুধবার যুবভারতীতে।

প্রতিবেদন : ডুরান্ড কাপে ২১ গোল করা স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি ছিল টুর্নামেন্টের অন্যতম আক্রমণাত্মক দল। তার উপর শেষ আটে বড় ব্যবধানে জয় পেয়ে ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হয়েছিল তারা। এমন একটা দলের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে মশালবাহিনীর চাপ বাড়িয়েছিল পি ভি বিষ্ণুর না থাকা। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁর গোলেই জিতেছিল ইস্টবেঙ্গল। বুধ-সন্ধ্যায় যুবভারতীতে বিষ্ণুর জায়গায় খেলেন বিপিন সিং। তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয়নি। ভূরি ভূরি সুযোগ নষ্ট করে শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে দিল্লিকে হারিয়ে ডুরান্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। ত্রাতার ভূমিকায় গোলকিপার প্রভসুখন সিং গিল। ম্যাচে পেনাল্টি বাঁচালেন। টাইব্রেকারেও গুরুত্বপূর্ণ সেভ করলেন। তবে অসংখ্য সুযোগ নষ্ট চিন্তায় রাখবে হাবাসকে।

শুরু থেকেই এদিন আগ্রাসী ফুটবলে জোর দিয়েছিল আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের দল। ৩ মিনিটেই এডমুন্ড ও জেসিন টিকে-র যুগলবন্দিতে দুরন্ত আক্রমণ তৈরি হয়। জেসিন বাঁ-দিক থেকে বিপিন সিংকে বল বাড়ান। কিন্তু ফাঁকা গোলে বল জালে রাখতে পারেননি বিপিন। ১৬ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে মহম্মদ রশিদের দুরন্ত ফ্রি-কিক বারে লেগে প্রতিহত হয়। ১৯ মিনিটে জেসিনের শটও পোস্টে লাগে।

পাল্টা আক্রমণে ৩২ মিনিটে গোলের সহজ সুযোগ নষ্ট করে দিল্লি। মিনিট দুয়েকের মধ্যে রদ্রিগুইনহোকে বক্সে ফাউল করেন বসেন সন্দীপ মান্ডি। পেনাল্টি পায় দিল্লি। তবে ইস্টবেঙ্গলের ত্রাতা হয়ে দাঁড়ান গিল। ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারের শট রুখে দেন ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার।

দ্বিতীয়ার্ধেও ইস্টবেঙ্গলের আধিপত্যে পাল্টা লড়াই জারি রাখে দিল্লি। আনোয়াররা প্রতিপক্ষের প্রতিআক্রমণ ঠেকিয়ে দেন। ৫৭ মিনিটে জোড়া বদল করেন হাবাস। হার্দিক ভাট ও এডমুন্ডের বদলে লালচুংনুঙ্গা ও ক্রিস ইকোনমিডিসকে নামান ইস্টবেঙ্গল কোচ। কিন্তু লাল-হলুদের গোল মিসের বহর অব্যাহত থাকে। বাধা হয়ে দাঁড়ায় পোস্টও। রশিদের আরও একটি শট পোস্টে লেগে ফেরে। তবে ৭৫ মিনিটে ডেভিড ফাঁকায় গোল করতে পারেননি। সামনে ছিলেন শুধু দিল্লির গোলকিপার।

শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য অবস্থায় ম্যাচ সরাসরি গড়ায় টাইব্রেকারে। সেখানে আনোয়ার, রোহিত দানু, নুঙ্গা, ক্রিস এবং রশিদ—পাঁচজনই গোল করেন। তবে দিল্লির জুয়ান পেনার শট আটকে ইস্টবেঙ্গলের জয় নিশ্চিত করেন প্রভসুখন। রদ্রিগুইনহো, ডুভান, আইমেনরা গোল করলেও পেনার মিসই শেষ পর্যন্ত পার্থক্য গড়ে দেয়। ফাইনালে মোহনবাগান ও নর্থইস্টের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

ব্রাজিলের প্রতিনিধিরা আজ আসছেন শহরে

প্রতিবেদন : আগামী ৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ব্রাজিল বনাম ভারত ম্যাচের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছেন শহরের ফুটবলপ্রেমীরা। মেগা ম্যাচের প্রায় দেড় মাস আগে কলকাতায় অনুশীলনের মাঠ, হোটেল, ম্যাচ ভেনু, যাতায়াত, নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের টেকনিক্যাল টিম আসছে শহরে। বৃহস্পতিবার শহরে আসার কথা সাত সদস্যের প্রতিনিধিদলের। সঙ্গে থাকবেন ফেডারেশন কর্তারা। বিকেল ৪টেয় যুবভারতী পরিদর্শন করবেন তাঁরা। ব্রাজিল ফুটবল সংস্থা আবার তাদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে একটি ছবি পোস্ট করে হিন্দিতে লিখেছে, 'আমরা আসছি। কলকাতায় দেখা হচ্ছে'।

ভিনিসিয়াস জুনিয়র, রাফিনহাদের নিয়ে পূর্ণশক্তির ব্রাজিল দল ভারতের বিরুদ্ধে খেলবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে ফেডারেশন সূত্রে খবর, সম্ভাব্য সেরা দল নিয়েই অস্ট্রেলিয়ায় দু'টি আন্তর্জাতিক ফ্রেন্ডলি খেলে ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে শহরে আসবে ব্রাজিল। দু'দিন অনুশীলন করে ৩ অক্টোবর যুবভারতীতে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবে কার্লো আনচেলোত্তির দল।

ভিনিদের অনুশীলন করার কথা যুবভারতীর প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে। মাঠের সংস্কার কীভাবে করা হবে, তা ব্রাজিলের টেকনিক্যাল টিমের প্রতিনিধিরা দেখে গিয়ে পরামর্শ দেওয়ার পরই কাজ শুরু হবে। ফলে ১৫ সেপ্টেম্বরের পর দুই প্রধানের অনুশীলনের জন্য যুবভারতী হয়তো পাওয়া যাবে না। নিউটাউনের মাঠও দেখার কথা। ব্রাজিলের প্রতিনিধিদল শহরের সমস্ত পাঁচতারা হোটেল দেখে সিদ্ধান্ত নেবে কোন হোটেলে থাকবেন ভিনিরা। ব্রাজিল আসছে ৯৫-৯৬ জনের একটা বিশাল টিম নিয়ে। ফলে হোটেলে পর্যাপ্ত রুম দরকার। হোটেলে জিমন্যাশিয়াম বা ফিটনেস ট্রেনিংয়ের সুযোগ সুবিধাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

পয়েন্ট নষ্ট মহামেডানের

প্রতিবেদন: কলকাতা প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগে বৃষ্টিতে তিনবার স্থগিত হওয়া মহামেডান ও পুলিশ এসি-র মধ্যে ম্যাচ অবশেষে সম্পূর্ণ হল। শেষবার এই ম্যাচ যেখানে বন্ধ হয়েছিল, সেই ৫৩ মিনিটের পর বাকি সময়ের খেলা হল বুধবার মহামেডান মাঠে। স্থগিত হওয়ার সময় ফলাফল ছিল ১-১। এদিন বাকি সময়ে আর গোল হয়নি। মহামেডানের হয়ে গোল করেছেন রেমসাঙ্গা এবং পুলিশ এসি-র গোলদাতা ফয়জল আলি। ড্র হওয়ায় মহামেডান গ্রুপ 'বি'-শীর্ষে উঠতে পারল না।

নিষিদ্ধ কিরিয়স

মেলবোর্ন, ১৯ অগাস্ট : মাদক পাওয়া গিয়েছে নিক কিরিয়সের রক্ত পরীক্ষায়। অস্ট্রেলীয় তারকার রক্তের নমুনায় কোকেন পাওয়া গিয়েছে। গত ২২ জুন মায়োর্কা ওপেনে কিরিয়সের ডোপ পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে গত ৪ অগাস্ট তাঁকে সাময়িকভাবে নির্বাসিত করেছে আন্তর্জাতিক টেনিস ইন্টিগ্রিটি এজেন্সি।

প্রস্তুতি ছাড়াই দ্রাজিচ-হীন বাগান আলাদিনের সামনে

প্রতিবেদন : কার্যত বিনা প্রস্তুতিতে বৃহস্পতিবার শিলংয়ে ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনাল খেলতে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। প্রতিপক্ষ ছন্দে থাকা গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড। তাদের গোলমেশিন আলাদিন আজেরাই কোয়ার্টার ফাইনালে শিলংয়ের নেহরু স্টেডিয়ামেই লাজংয়ের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করে তাল ঠুকছেন। মোহনবাগানের চিন্তা বাড়িয়েছেন দেজান দ্রাজিচ। চোটের কারণে শিলংয়ে এদিন দলের সঙ্গে যেতে পারেননি। শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ম্যাচ সন্ধে ৭টায়।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালের পর সেভাবে অনুশীলনই করতে পারেননি সাহাল আব্দুল সামাদরা। মঙ্গলবার বিকেলে ক্লাব মাঠে মূলত রিকভারি হয়েছিল। শিলংয়ে ম্যাচ টাইম সন্ধে ৭টায় অনুশীলনের মাঠ চেয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু অনুরোধ রাখেনি আয়োজকরা। উল্টে যে মাঠ প্রথমে দেওয়া হয়েছিল তা অনুশীলনের অনুপযুক্ত ছিল। ফলে মোহনবাগান নিজেরাই একটা অস্ট্রোটার্ফের মাঠের ব্যবস্থা করে সেখানে কিছুক্ষণের জন্য গা ঘামিয়ে হোটেলে ফিরে যায়। ফলে জামশেদপুর ম্যাচের পর সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের আগে প্রস্তুতি ছাড়া ম্যাচ খেলতে হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। এমনিতেই গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েও সেমিফাইনাল বাইরে গিয়ে খেলতে হওয়ায় অসন্তোষ রয়েছে দলে।

কিছুটা স্বস্তির খবর, মিগুয়েল ফিগুয়েরো ও লালিয়ানজুয়ালা ছাংতেকে আলাদিন, মোয়ানোদের বিরুদ্ধে পাচ্ছেন মোহনবাগান কোচ পানাজিওটিস দিলমপেরিস। কিন্তু দু'জনেই পুরো ম্যাচ খেলার জায়গায় নেই। সব ঠিক থাকলে নর্থইস্টের বিরুদ্ধে সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেক হচ্ছে মিগুয়েলের। হয়তো কিছুটা গেম টাইম পাবেন ছাংতেও। জেমি ম্যাকলারেন ফিট। তাঁকে আগের ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে খেলানো হলেও এই ম্যাচে তিনি শুরু করতে পারেন।

আজ খেলতে পারেন মিগুয়েল।

আইএসএল থেকেও বাদ ডায়মন্ড হারবার

প্রতিবেদন: ফুটবলের সঙ্গে প্রতিহিংসার রাজনীতি মিশিয়ে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতের বাইরে রাখার গভীর চক্রান্ত। কারণ, দলটা তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনিই ক্লাবটির চিফ প্যাট্রন। গতবারের রানার্স হওয়া সত্ত্বেও এবারের ডুরান্ড কাপ চলছে ডায়মন্ড হারবারকে বাদ দিয়েই। অনুশীলনের জন্য তাদের কলকাতায় মাঠ দেওয়া হয়নি। ফলে কলকাতা লিগেও ব্রাত্য অভিষেকের ক্লাব। ফলে সব ফুটবলারকে তারা ছেড়ে দিয়েছে। এবার দেশের শীর্ষ লিগ ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও (আইএসএল) তাদের ব্রাত্য রাখার চেষ্টা। অথচ নিজেদের যোগ্যতায় আত্মপ্রকাশের মাত্র তিন বছরের মধ্যে তিনটি প্রমোশনে আইএসএলে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে ডায়মন্ড হারবার।

আসন্ন আইএসএলে অংশগ্রহণের জন্য বুধবার দুপুর দুটো পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে দ্বিতীয় কিস্তির ৫৫ লক্ষ টাকা জমা দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা দিয়েছিল এআইএফএফ। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ায় ডায়মন্ড হারবারকে বাদ দিয়ে ১৩ দলের আইএসএল করতে চাইছে ফেডারেশন। কিন্তু অভিষেকের ক্লাব ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল, দ্বিতীয় কিস্তির টাকা জমা দেওয়ার সময়সীমা আরও কিছুটা বাড়াতে। পাশাপাশি গত মরশুমে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় পুরস্কারমূল্য এবং অন্যান্য বকেয়া অর্থের হিসাবও চাওয়া হয়েছিল ডায়মন্ডের তরফে। কিন্তু কল্যাণ চৌবে, সত্যনারায়নরা তা জানাননি। ১৪ অগাস্টের মধ্যে আইএসএলের সব ক্লাবকে আইএসএলে অংশগ্রহণের জন্য দ্বিতীয় কিস্তির ৫৫ লক্ষ টাকা জমা দিতে বলা হয়েছিল। ডায়মন্ড হারবারের জন্য ১৯ অগাস্ট দুপুর দুটো পর্যন্ত সময়সীমা বাড়ানো হয়েছিল। তারা আরও কিছুটা সময় চেয়েছিল। কিন্তু তা মানা হয়নি। ডায়মন্ড হারবারের প্রধান কর্তা আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শীঘ্রই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার কাছে দুটো অ্যাডভান্টেজ ছিল। কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে হেরে উন্নতি হুদা

পাকিস্তানকে হারিয়ে শেষ আটে ভারত

আমস্টেলভিন, ১৯ অগাস্ট : পাকিস্তানকে ৫-৩ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপের শেষ আটে গেল ভারত। ডি গ্রুপ থেকে দুটি দল নক আউটে গেল। ইংল্যান্ড ও ভারত। এদিন আট গোলের ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত শুধু পরের ধাপে গেল না, পাকিস্তানকেও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিল দিল।

২০১৬-তে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে শেষবার পাকিস্তান ভারতকে হারিয়েছিল। তারপর দশ বছরে শুধু হার আর হার। এদিন শুরু থেকে ভারত তাদের চেপে ধরেছিল। তবে প্রথম কোয়ার্টারের পর তারা কিছুটা কামব্যাক করে। এক এক করে তিনটি গোলও করেছিল পাকিস্তান। কিন্তু গোলসংখ্যা আর বাড়াতে পারেনি। ততক্ষণে তাদের উপর পাঁচ গোলের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন হার্দিকরা। এই চাপ আর শাহিদ-সুফিয়ানরা নিতে পারেননি। চলতি বছরের প্রথম দিকে একটি ম্যাচে পাকিস্তান ভারতের কাছে সাত গোল খেয়েছিল। এদিন খেল পাঁচ গোল। সেইসঙ্গে বিদায় নিল বিশ্বকাপ থেকেও।

পাকিস্তানকে ম্যাচের শুরুতেই চাপে ফেলে দিয়েছিল ভারত। ৫ মিনিটে প্রথম গোল করে ভারতকে এগিয়ে দেন ড্র্যাগ ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিং। এরপর প্রথম কোয়ার্টারেই ভারতে ২-০ গোলে এগিয়ে দেন অভিষেক। এটি অবশ্য ফিল্ড গোল। ভারতের আক্রমনাত্মক হকির সামনে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল পাকিস্তান। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে

পাকিস্তানের জালে আরও একবার! গোলের উচ্ছ্বাস হরমনপ্রীতদের। বুধবার

পাকিস্তান বল নিজেদের দখলে রেখে খেলা শুরু করেছিল। কিন্তু ভারত ৩-০ করে দেয় সেই হরমনপ্রীতের গোলে। পেনাল্টি কর্ণার থেকে শট নিয়েছিলেন রাজিন্দার সিং। রি-বাউন্ড করে বল ভারত অধিনায়কের কাছে এলে তিনি গোল করে যান।

কিন্তু সেকেন্ড কোয়ার্টারে ০-৩ পিছিয়ে থেকেও পাকিস্তান একটি গোল করে ম্যাচের ফল ১-৩ করে ফেলেছিল। সেটা এই কোয়ার্টারের ৭ মিনিটের ঘটনা। গোল করেন শাহিদ হান্নান। ভারতের অভিষেক অবশ্য ২ মিনিট বাদেই ৪-১ করে ফেলেন। তবে পরমুহূর্তেই পেনাল্টি কর্ণার থেকে ব্যবধান কমিয়ে ২-৪ করে ফেলেন সুফিয়ান খান। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষে খেলার ফল ছিল ৪-২। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের ৫ মিনিটে স্কোরলাইন ৫-২ করে দেন হার্দিক সিং। এই কোয়ার্টারের শেষে এই ফল বজায় থাকলেও চতুর্থ কোয়ার্টারের প্রথম মিনিটেই পাকিস্তান ৩-৫-এ ব্যাবধান কমায়। কাউন্টার অ্যাটাকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন শাহিদ।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত এখন ৮। পাকিস্তান ১২। এই ম্যাচের আগে পরিসংখ্যান ছিল এইরকম, শেষ দশ বছরে পাকিস্তান ভারতকে হারাতে পারেনি। কিন্তু পুল ডি-র এই ম্যাচ দুটো দলের কাছেই খুব কঠিন ছিল। বিশেষ করে হরমনপ্রীত সিংদের জন্য। ড্র করতে হবে, পরিস্থিতি ছিল এমনই। প্রথম ম্যাচে ভারত ওয়েলসকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল। কিন্তু পরের ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে যায় ১-৪ গোলে। ইংল্যান্ড প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকেও ৪-১ গোলে হারিয়েছিল। তবে পাকিস্তান ওয়েলসের সঙ্গে ৩-৩ ড্র করেছিল। ফলে বুধবারের ম্যাচে ভারত ৩ ও পাকিস্তান ২ পয়েন্ট নিয়ে নেমেছিল।

আমস্টেলভিনে পরিস্থিতি ছিল এটাই যে, সেমিফাইনালে দৌড়ে থাকতে ভারতের দরকার ছিল অন্তত একটি ড্রয়ের। সেটা আরও নিশ্চিত হয়ে যায় এদিন ইংল্যান্ড ওয়েলসকে ৮-২ গোলে হারানোয়। বিশ্বকাপ হকির নিয়মানুযায়ী চারটি গ্রুপের শীর্ষে থাকা আটটি দল সরাসরি দ্বিতীয় রাউন্ডে যাবে। তাতে সেমিফাইনালের সম্ভাবনা খোলা থাকবে। নিচের দুটি দল ৯-১৬-র জন্য লড়বে। ভারত ও পাকিস্তান এই দুই দলই আন্তর্জাতিক হকিতে প্রচুর সাফল্য পেয়েছে। অলিম্পিক হকিতে ভারত যেখানে ৮টি সোনা জিতেছে সেখানে পাকিস্তান জেতে ৩টি সোনা। আবার বিশ্বকাপে পাকিস্তান যেখানে ৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেখানে ভারত জিতেছে একবার। ১৯৭৫-এ গনেশের নেতৃত্বে ভারত মস্কোতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

তবে শেষ হাসি তোলা ছিল হরমনপ্রীতদের জন্যই। তবে এবার নক আউট বলে সামনের লড়াই আরও কঠিন হবে।

নার্ভের সমস্যায় ভুগছেন মুসিয়ালা

অসুস্থ মুসিয়ালা মাঠের বাইরে যাচ্ছেন।

মিউনিখ, ১৯ অগাস্ট : জামাল মুসিয়ালা এবার নিজেই তাঁর অসুস্থতার কারণ জানালেন। তিনি অ্যাবসেন্স সিজার্স-এ আক্রান্ত। এটি একটি নার্ভের সমস্যা। তবে চিকিৎসায় সুস্থ সুস্থ হয় উঠবেন, আশা তাঁর। শনিবার হাইডেনহিমের সঙ্গে প্রাক মরশুম ম্যাচে তিনি মাঠে নামার পরই কোলাপস করেন। মাঠেই বসে পড়েন। এর আগেও লিপজিগ ম্যাচে একবার এমন ঘটনা ঘটেছিল। পরিস্থিতি এমন হয় যে দুই দলের ফুটবলাররা জার্মান ফুটবলারকে ঘিরে ধরেন। মেডিকেল টিমের লোকজন ছুটে আসেন। তবে পরিস্থিতি একটু পরে নিয়ন্ত্রণে এলে মুসিয়ালা নিজেই হেঁটে মাঠের বাইরে বেরিয়ে যান। ২০২০ সাল থেকে বায়ার্নে খেলছেন মুসিয়ালা। তিনি বিশ্বকাপে জার্মান দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর এই ঘটনায় ক্লাব কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সমর্থকেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তবে তরুণ ফুটবলার এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে জানান, তিনি নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারে ভুগছেন। তাঁর ব্যাখ্যায়, এটি শর্ট, টেম্পোরারি ও চিকিৎসার আওতায় থাকা একটি রোগ। আর এখন তিনি ভালই আছেন। মুসিয়ালা লিখেছেন, আমি এখন সুস্থ আছি। আপনারা পাশে থাকায় ও আপনাদের বার্তায় আমি অভিভূত। জানি আপনারা চিন্তিত। তাই জানাচ্ছি, আমি নিউরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডারে ভুগছি। এটা এমন একটা ব্যাপার যাতে এরকম পরিস্থিতি হতে পারে। লিপজিগ ও হাইডেনহিম ম্যাচে যেমন হয়েছিল। তবে আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই এটা বলে যে, আমি এক অসাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছি। আমার জীবন স্বাভাবিক ছন্দে চলছে।

আত্মতুষ্টিকেই ভয় সালিমাদের কোচের

আজ সামনে ইংল্যান্ড

আমস্টেলভিন, ১৯ অগাস্ট : মহিলা হকি বিশ্বকাপে পুল 'ডি'-র শেষ ম্যাচে বৃহস্পতিবার ভারতের মুখোমুখি ইংল্যান্ড। চিনকে রুখে দেওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে পুলে শীর্ষে উঠে এসেছে ভারতের মেয়েরা। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট সালিমা টেটেদের। ইংল্যান্ডকে হারানোয় চিনও দাঁড়িয়ে ৪ পয়েন্টে। কিন্তু ভাল গোল পার্থক্যের কারণে ভারতই গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে। ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইংল্যান্ড। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ড্র করলেই পরের রাউন্ডে উঠে যাবে ভারত। তবে কোনওভাবে ম্যাচ হারা চলবে না। কারণ, সালিমা, সবিতারা যদি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হেরে যান এবং চিন হারিয়ে দেয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে, তাহলে ভারত ছিটকে যাবে। সেক্ষেত্রে চিন ও ইংল্যান্ড পৌঁছে যাবে পরের পর্বে।

ভারতীয় শিবির ড্রয়ের অঙ্ক মাথাতেই রাখতে চায় না। জিতে শীর্ষে থেকেই পরের পর্বে খেলতে মরিয়া দীপিকারা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বৃহত্তম জয়ে আত্মবিশ্বাসী দল। তবে দলে আত্মতুষ্টিকে প্রশ্রয় দিতে চান না ভারতের কোচ সোজার্ড মারিন। তিনি বলেছেন, আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগা উচিত নয়। ইংল্যান্ড অত্যন্ত শক্তিশালী দল। তারা র‍্যাঙ্কিংয়ে আমাদের থেকে এগিয়ে। এই বছর তারা আমাদের হারিয়েছে। তাই সতর্ক হয়ে খেলতে হবে।

২০৩০ পর্যন্ত রদ্রি বার্সেলোনায়

বার্সেলোনা, ১৯ অগাস্ট : ফুটবল কেবল গতি নয়, একটা ছন্দ! ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সম্মতি পেয়ে ট্রান্সফার চুক্তিতে সইয়ের পর বিশ্বকাপের গোল্ডেন বল জয়ী রদ্রির নাম বার্সেলোনা একটি ভিডিওর মাধ্যমে সরকারিভাবে ঘোষণা করে। সেখানে স্পেনের বিশ্বজয়ী অধিনায়ককে বলতে শোনা গিয়েছে, ফুটবল একটা ছন্দ, শুধু গতি নয়! যাঁর এক ফোনেই মাঠের বাইরের এল ক্লাসিকো জিতে রিয়াল মাদ্রিদের প্রস্তাব ফিরিয়ে বার্সেলোনায় খেলতে রাজি হয়ে গিয়েছেন রদ্রি, সেই কোচ হান্সি ফ্লিক মুগ্ধ তাঁর নতুন সেনাপতিকে নিয়ে। বার্সেলোনা জানিয়েছে, ৩০ বছর বয়সী রদ্রির সঙ্গে ২০৩০ সাল পর্যন্ত চার বছরের চুক্তি হয়েছে। নতুন ক্লাবের জার্সি নিয়ে ছবিও পোস্ট করেছেন স্পেনের অধিনায়ক। বার্সা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে রদ্রি বলেছিলেন, এই ক্লাবে খেলা তাঁর কাছে স্বপ্নের মতো।

সিন্ধু-আয়ুষ ১৬-তে, হার লক্ষ্য ও উন্নতির

নয়াদিল্লি, ১৯ অগাস্ট : দাপটে বিশ্ব ব্যাডমিন্টনের শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেলেন পি ভি সিন্ধু ও আয়ুষ শেট্টি। তবে ছেলে ও মেয়েদের সিঙ্গলস থেকে ছিটকে গেলেন লক্ষ্য সেন এবং উন্নতি হুডা। পরপর দুটো ওয়াকওভার পেয়ে ছেলেদের ডাবলসের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল সাত্বিকসাইরাজ রণকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টির ডাবলস জুটি। মিক্সড ডাবলসের শেষ ষোলোয় উঠলেন তানিশা ক্রাস্তো ও ধ্রুব কাপিলার জুটি।

ভারতীয় শাটলারদের জন্য ভাল-মন্দ মিশিয়ে কাটল দিনটা। মেয়েদের সিঙ্গলসে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ভারতীয় তারকা সিন্ধু কানাডার ওয়েন ইউ ঝাংকে স্ট্রেট গেমে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন। সিন্ধু জিতলেন ২১-১৬, ২১-১৭ ফলে। বিশ্বের ৪৯ নম্বর ঝাংকে হারাতে জোড়া অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা সময় নিলেন মাত্র ৩৪ মিনিট।

পুরুষ সিঙ্গলসে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের মুখ ২১ বছরের আয়ুষ দ্বিতীয় রাউন্ডে শ্রীলঙ্কার দুমিন্দু আবেবিক্রমাকে মাত্র ২৬ মিনিটেই উড়িয়ে দিয়ে শেষ ষোলোয় পৌঁছে গেলেন। খেলার ফল ২০-৮, ২১-৮।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী লক্ষ্য এদিন দ্বিতীয় রাউন্ডে অপ্রত্যাশিতভাবে হারলেন আমেরিকার গ্যারেট টেনের কাছে। খেলার ফল ২১-১৯, ১৯-২১, ১৭-২১ ফলে। মেয়েদের সিঙ্গলসে উন্নতি হুডা লড়াই করেও দ্বিতীয় রাউন্ডে হারলেন কানাডার মিশেল লি-র কাছে।

মাঠে ময়দানে
20 August, 2026 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নিজে বড় রান না পেলেও গলের উইকেটকে দারুণ টেস্ট উইকেট বললেন কে এল রাহুল

মহা-মানবের হাতে গল দুর্গের পতন

ভারতের ৬০০তম টেস্টে ১৬৫ রানে জয়

ভারত ৪৬২ ও ১৯৩
শ্রীলঙ্কা ২৮৪ ও ২০৬

গল, ১৯ অগাস্ট : বৃষ্টি-দেবতাও কি ভারতের জয় চেয়েছিলেন? না হলে মানব সুতারের হাত ধরে গল টেস্ট ১৬৫ রানে জেতার পাঁচ মিনিটের মধ্যে অমন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নেমে পড়ল কেন! যেন একখানা কালো মেঘ উড়ে এসেছিল গলের আকাশে। তারপর অপেক্ষা কখন খেলা শেষ হয় তার।

কথায় বলে সকাল দেখলে দিন কেমন যাবে বোঝা যায়। আসলে যে যায় না তার প্রমাণ পঞ্চম দিনের খেলা। দারুণ শুরু করেছিলেন ধনঞ্জয় ডি সিলভা আর সোনাল দিনুশা। ঘণ্টা দেড়েক কাটিয়ে দেন অবিচ্ছেদ্য থেকে। তারপর সুতারের অর্থোডক্স স্পিনে সব শেষ। প্রথম দফায় ৪ উইকেট নিয়েছিলেন দীর্ঘকায় বাঁহাতি। দ্বিতীয় ইনিংসে নিলেন ৫৫ রানে ৬ উইকেট। মুল্লানপুরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন সুতার। এখানেও ৫ উইকেট। ম্যাচে ১০ উইকেট হল তাঁর।

শ্রীলঙ্কা যেভাবে সকালটা শুরু করেছিল তাতে মনে হচ্ছিল শেষদিনে লড়াই আছে। ভারতীয় স্পিনাররা একের পর এক ওভার করে যাচ্ছেন আর দুই নট আউট সিংহলি ব্যাটার অবলীলায় সামলে যাচ্ছেন। তাহলে কি পঞ্চম দিনে উইকেট ভাঙার বদলে আরও সহজ হয়ে গেল? অধিনায়ক ধনঞ্জয় ডি সিলভা আর সোনাল দিনুশা মিলে শুধু ওভারের পর ওভার কাটিয়ে দেননি, ভারতীয় বোলারদের হতাশাও বাড়িয়ে দেন।

শেষমেশ রবীন্দ্র জাদেজা এই জুটিকে ভাঙলেন। তাঁর বলে সুইপ মারতে গিয়েছিলেন ধনঞ্জয়। বল ব্যাটের টপ এজে লেগে চলে যায় সুতারের কাছে। খুব ভাল ক্যাচ নেন তিনি। ধনঞ্জয় ১৫১ বলে ৫৯ রান করেছেন। সাতটি ৪ মারেন তিনি। দুজনের জুটিতে উঠেছে ৫৫ রান। লাহিরু উদারা যখন আউট হয়েছিলেন, শ্রীলঙ্কা ছিল ৪৭/৪। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে দেননি ধনঞ্জয় ও দিনুশা। দুজনে সকালে খেলা শুরু করেছিলেন ৮৪/৪ নিয়ে। আর ধনঞ্জয় আউট হলেন ১৪২ রানে।

ক্রিকেটে একটা ব্যাপার আছে। জুটি ভেঙে গেলে আরও উইকেট চলে যায়। তবে এক্ষেত্রে অধিনায়ক শুভমন গিলের কথা বলতে হয়। তিনি দুম করে নিয়ে আসেন প্রসিধ কৃষ্ণকে। সাফল্য এল তাতেই। তাঁকে থার্ডম্যানে স্কুপ করতে গিয়েছিলেন নিরোশান ডিকোয়েলা। বল তাঁর ব্যাট ছুঁয়ে চলে যায় ঋষভের হাতে। যার অর্থ ১৪ রানের মধ্যে আরও একটি উইকেট হারিয়ে তাঁদের রান দাঁড়াল ১৫৬/৬। সকালের প্রতিরোধ এভাবেই বেলা গড়ানোর সঙ্গে গুটিয়ে যায় অল্প সময়ে।

সকালের দু-ঘণ্টায় ৩৩ ওভারে ৯১ রান তুলেছে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু বুধবারের সকালটা ভাল শুরু করেও তারা শেষরক্ষা করতে পারেনি। ডি'কোয়েলা প্রথম দলে ছিলেন না। একনম্বর উইকেট কিপারের চোট তাঁকে দলে নিয়ে এসেছে। প্রথম ইনিংসে তিনি ভালই খেলেন। এই ইনিংসে সেটা পারেননি। আর ধনঞ্জয়ের আউট বেশি গাড্ডায় ফেলে তাঁর দলকে। যখন সারাদিন গল দুর্গ রক্ষা করার লড়াই, সেখানে অধিনায়ককে আরও দায়িত্ব নিতে হত। ক্যাপ্টেন ডুবন্ত জাহাজ ছেড়ে চলে আসতে পারে না।

লাঞ্চের পর ১৭৫/৬ নিয়ে খেলা শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। রানটা ১৯৯ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিল তারা। কিন্তু শুভমন আক্রমণে সুতারকে নিয়ে আসতেই গণ্ডগোলের শুরু। ৭৬তম ওভারে তিনি দিনুশাকে ফিরিয়ে দেন ৮৪ রানে। তার আগে পরপর দু-বলে ফেরত পাঠিয়েছেন প্রভাত জয়সূর্য ও লাহিরু উদারাকে। যার অর্থ, এই এক ওভারে তিন উইকেট নিয়েছেন। অতঃপর

এই সুতারের হাতেই শ্রীলঙ্কার ইনিংস শেষ হয়ে যায় ২০৬ রানে, যখন কেশরা নুয়াঙ্গা আউট হয়ে যান।

এই জয়ের পরেও ভারত ৫৩.৩৩ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। ৬৬.৬৭ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শুভমনদের উপরে আছে বাংলাদেশ। তবে প্রথম তিনটি স্থানে যথারীতি আছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। কলম্বোতে দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। সেখানেও জিতলে ভারত অবশ্য কিছুটা উঠে আসতে পারে। অন্তত পরিস্থিতি তাই বলছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ছয় উইকেট নিলেন মানব। ম্যাচে দশ উইকেট। গলে বুধবারের ছবি।

টেস্ট ফাইনালের পথে গুরুত্বপূর্ণ জয় : শুভমন

গল, ১৯ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কায় গল-দুর্গে ফাটল ধরিয়ে ১৬৫ রানে সিরিজের প্রথম টেস্ট জিতে নেওয়ার পর ফাইনালকেই পাখির চোখ করে ফেললেন ভারত অধিনায়ক শুভমন গিল। তাঁর প্রধান লক্ষ্য হল, দলকে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে তোলার। সেই পথে গলের জয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন শুভমন।

এই জয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ টেবলে ভারতের অবস্থানের কোনও বদল হয়নি। শুভমনরা পাঁচেই রয়েছেন। তবে পয়েন্টের পার্সেন্টেজ বা শতাংশ ভারত বাড়িয়ে নিয়েছে। ভারতের পয়েন্ট শতাংশ এখন ৫৩.৩৩। একই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ১২ পয়েন্টও নিশ্চিত করেছে টিম ইন্ডিয়া। শীর্ষে থাকা অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড এবং ডারউইনে অঘটন ঘটানো বাংলাদেশ রয়েছে ভারতের উপরে।

টেস্ট জিতে মাঠ ছাড়ছেন শুভমন-জাদেজারা। বুধবার গলে।

সিরিজে ১-০ এগিয়ে থেকে শুভমন বলেছেন, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। ঘরের মাঠে দুটো টেস্ট সিরিজে হারের পর ঘুরে দাঁড়াতেই হত। ম্যাচ জিতে অনেকটাই স্বস্তিবোধ করছি।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও তাতে আমল দিচ্ছেন না ভারত অধিনায়ক। শুভমনের কথায়, আমরা তৃতীয় ইনিংসে ৪০০ করতে চেয়েছিলাম। উইকেট শেষ দু'দিন কিন্তু সহজ ছিল না। আবার বৃষ্টির আশঙ্কা ছিল। ফলে দ্রুত রান তুলে ওদের ব্যাট করতে পাঠানোর লক্ষ্য ছিল। তাই আগ্রাসী ব্যাটিং করতে গিয়ে দ্রুত কয়েকটি উইকেট হারিয়েছি। তবে আমরা ম্যাচের রাশ হারাইনি।

মানব সুতার এখন লাল বলের ক্রিকেটের নতুন সেনসেশন। ম্যাচে বাঁ-হাতি স্পিনারের ১০ উইকেটে মুগ্ধ অধিনায়ক। তিনি বলেন, সুতার অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিমান ক্রিকেটার। ভারতের হয়ে ওর দীর্ঘ দিন খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রচণ্ড আশাবাদী ওকে নিয়ে।

দেবদত্ত পাড়িক্কলের ব্যাটিং নিয়ে গিল বলেন, ওর ব্যাটিং দেখতে দারুণ লাগে। সেঞ্চুরির পরেও ইনিংস বড় করেছে। এটাই একজন ব্যাটারের কাছে প্রত্যাশিত। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে দেবদত্ত বলেছেন, এখানে পিচ ভাল ছিল। তৃতীয় দিন থেকে বল ঘুরতে শুরু করে। তবে বাঁ-হাতি ব্যাটার হিসেবে সুবিধে পেয়েছি। এই উইকেটে যে কোনও দলই জিততে পারত। তবে আমরা চাপ সামলাতে পেরেছি।